গাজীয়ে দ্বীনো মিল্লাদ সৈয়দ আযিযুল হক শেরে বাংলা রহঃ এর রচিত কাব্যগ্রন্থ "দিওয়ানে আযিয" গ্রন্থের (এম এ মান্নান) অনুবাদিত জালিয়াতি সমূহ ও তার খন্ডন তুলে ধরা হল এবং "মাইজভাণ্ডারী তরীকার" স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আপত্তির খন্ডন ও জবাব দেওয়া হলঃ

সংগ্রহকৃত-মোঃ মিনহাজ উদ্দিন রিমন

সদস্যঃ মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি,আতুরার ডিপো,হাসেমবাজার শাখা।

ওয়েবসাইটঃ www.maizbhandarikitab.ml and www.maizbhandarikitab.blogspot.com and www.bagegawsulazammaizbhandari.blogspot.com

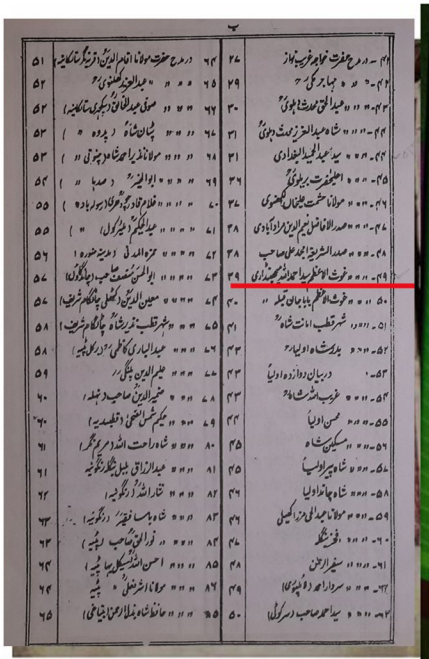

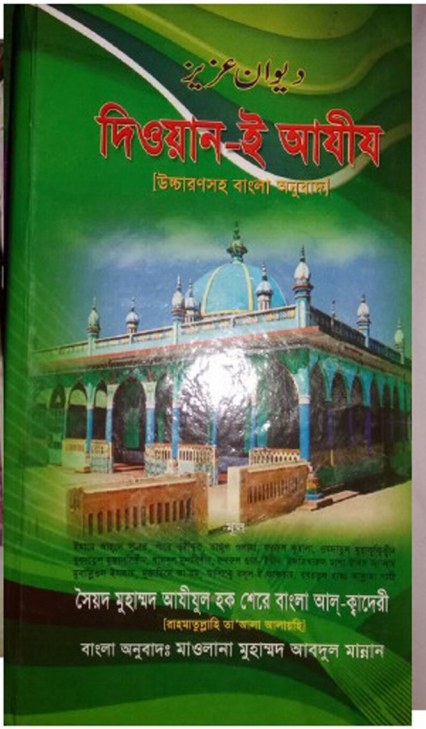

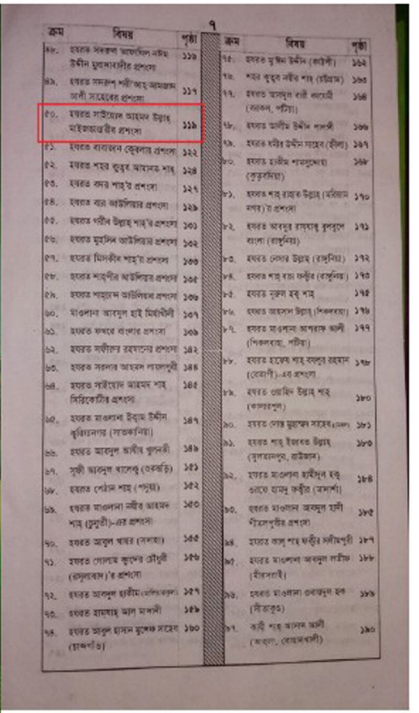

মুল কিতাব:--দিওয়ানে আযিয,শেরে বাংলা রহঃ

মূল দিওয়ানে আযিযের মূলটির সুচিতে উল্লেখ;"দর মদহে হযরত গাউসুল আযম সাইয়েদ আহমদুল্লাহ মাইজভাণ্ডারী "

যার ন্যায্য অনুবাদঃ "গাউসুল আ'যম সাইয়েদ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর প্রসংসায়"

অথচ ৭ এপ্রিল ২০০৯ প্রথম প্রকাশিত ও জুন ২০১২ দ্বিতীয় প্রকাশিত "দিওয়ানে আযিযে"র অনুবাদক" মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান (সাবেক প্রতিষ্ঠাতা আহব্বায়ক ,বর্তমান সভাপতিঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা ও বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট) গ্রন্থের সূচিপত্রে যথাক্রমে (৫০ নং ক্রমিকে) উল্লেখ করা হল," হযরত সাইয়েদ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর প্রসংসা",এতে করে তথা হতে "গাউসুল আযম" উপাধিটি বাদ করে দেওয়ার প্রকাশিত মনোবৃত্তির ক্ষেত্রে প্রকৃত "সুন্নিজনতার" বিবেক সম্মত রায় কি হবে,তা বিবেচনা করা যেতে পারে।

দিওয়ান-ই আযীয ॥ ১১৯

দিওয়ান-ই আযীয ॥ ৩৪

দিওয়ান-ই আযীয ॥ ৪৪

দিওয়ান-ই আযীয ॥ ৪৫

দিওয়ান-ই আযীয ॥ ৪৬

"দিওয়ানে আযিয" উক্ত কিতাবের (মূল কিতাবে) ৩৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত শিরোনামের উচ্চারণ হলঃ "দর মদহে কুত্ববে 'আ-লম,গাউসুল আযম সুলত্বা-নে পা-কিস্তা-ন কা'বায়ে আহলে ইরফা-ন,মাখযানে কাশক ও কারা-মা-ত,মাম্বা'ই ফুয়ু-যা-ত,মাসদারে কামা-লা-ত,সা-হেবে মাক্বামা-ত,হযরত মাওলা-না শাহ খা-জাহ আমদুল্লাহ-হ আলক্বা-দেরী-মাইজভাণ্ডা-রী-চা-ট-গা-মী- আলাইহি রহমাতু রাব্বিহিল বা-রী"

এটির ন্যায্য অনুবাদঃ " কুত্ববে আ'লম,গাউসুল আ'যম পাকিস্তান রাজাধিরাজ,খোঁদার পরিচয় লাভকারী আরিফ-ওলীয়ূল্লাহগণের ক্বা'বা,কাশফ ও কারামাতের ভাণ্ডার,সমূহ ফয়য বা কল্যাণধারার উৎস,কামালাতের (আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা সমূহের) উৎসস্থল,উঁচু মর্যাদাসমূহের মালিক হযরত মাওলানা শাহ খাজা আহমদ উল্লাহ আল ক্বাদেরী মাইজভাণ্ডারী চাটগামী আলাইহি রাহমতু রাব্বিহিল বা'রী'র প্রসংসায়"।

অথচ, উক্ত অনুবাদ (এপ্রিল ২০০৯ প্রথম প্রকাশিত ও জুন ২০১২ দ্বিতীয় প্রকাশিত "দিওয়ানে আযিযে"র অনুবাদক" মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান (সাবেক প্রতিষ্ঠাতা আহব্বায়ক ,বর্তমান সভাপতিঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা ও বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট) গ্রন্থের ১১৯ পৃষ্ঠায় অনুবাদিত অন্যায্যতাঃ "জগতের কুত্বব,মহান গাউস,পাকিস্থানের সুলতান,মা'রিফাতপন্থীদের কা'বা,,কাশফ,কেরামতের ভাণ্ডার,কল্যাণধারার উৎস,কাল্লাতের প্রকাশস্থল,উঁচু মর্যাদাসমূহের ধারক,হযরত মাওলানা শাহ খাজা আহমদুল্লাহ আল ক্বাদেরী মাইজভান্ডারি চাটগামী এর প্রশংসায়।তার উপর রব ও স্রষ্ঠার রহমত বর্ষিত হোক।

উপরে আমার দেওয়া ন্যায্য অনুবাদ ও তথাকথিত সুন্নিনামধারী নেতার অনুদিত অনুবাদ এর অন্যায্য অনুবাদের নিরূপণের সুত্রানুক্রমঃ

(১) ইতিপূর্বে হযরত গাউসুল আ'যম জিলানী কঃ এর শানে ("দিওয়ানে আযিযের " ৩৪,৪৪ ও ৪৫ পেইজে একই পদবী ও উপাধির করা মান্নান সাহেবের অনুবাদ কিতাবের) "গাউসুল আ'যম, কুত্ববে আলম' করা সত্বেও এখানে ভিন্নরূপ (জগতের কুত্বব,মহান গাউস) অনুবাদের মানেটা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।নিরক্ষণে দেখা যায় যে,এ পদবী ও অভিধার ন্যায্য অনুবাদ করলে উক্ত অনুবাদকের মুখরক্ষা হয় না বিধায় এহেন প্রতারণামূলক অনুবাদের আশ্রয়ে বাচার বৃথা চেষ্টা করেই চলেছে। কেননা 'আ-লম' বলতে যেমন আল্লাহ ভিন্ন সমগ্র সৃষ্টি জগতকেই বুঝায় তেমনি 'কুত্ববে আলাম' পদস্থ "গাউসুল আ'যম" উপাধিকারী হযরত কেবলা মাইজভান্ডারি কঃ যে,সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য " গাউসুল আ'যম" হন,তা-ই হযরত শেরে বাংলা রহঃ এর আকিদাহ-বিশ্বাস বলেই এখানে প্রমাণিত হয়।এতে 'কুত্ববে আলম, গাউসুল আ'যম পদবী-অভিধার মতো জোরালো 'কারিনা' বা সুত্রের বিদ্যমানতায়,অনুবাদকের অন্যায্যতা ও বিকৃত অন্যান্য অনুবাদ তথা। যেমন-(মাসিক তরজুমানঃএপ্রিল-২০০৮ সাল সংখ্যায়) শেরে বাংলা হুজুরের বরাত দিয়ে তাঁকে "পূর্বাঞ্চলীয় শহরগুলোর গাউসে আ'যম বলে মন্তব্যসহ অংশবিশেষ উদ্ধৃতে তিনিও গাউসুল আ'যম "পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোতে"

এবং বক্ষ্যমান অনুবাদ গ্রন্থে অনুবাদিত "পূবাঞ্চালীয় দেশসমূহের জন্য তিনি গাউসুল আ'যম অনুবাদসমূহের ক্ষেত্রে মুখ রক্ষা হয় না বৈকি!!

(২) 'সুলত্বা-নে পাকিস্তা-ন'র অনুবাদ 'পাকিস্তানের সুলতান' কথাটা (৪৬ পৃষ্ঠার মান্নান সাহেবের অনুবাদের) অন্তর্গত 'সুলতানুল হিন্দ'র অনুবাদ "হিন্দুস্তানের বাদশাহ" করা দৃষ্টে সীমাসংকোচনমূলকই হয়েছে।সংসদ বাংলা অভিধান' দৃষ্টের সুলতান বাদশাহঃ তুরস্কের প্রাচীন নৃপতিদের উপাধি অর্থে এবং বাদশাহ 'মুসলমান সম্রাট বা রাজাধিরাজ' অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার বিষয়টির প্রতি মনোনিবেশ করলেও অনুবাদকের ঐ মতলব টা ধরা পড়ে।

(৩) '"কা'বায়ে আহলে ইরফা-ন'র " অনুবাদ "মারিফা পন্থীদের কা'বা' করাটা অন্যায্য বটে।কেননা 'আহলে ইরফান' বলতে আরিফ তথা খোঁদার পরিচয় লাভকারী আউলিয়া আল্লাহকেই বুঝায় (ফীরাযুল লুগাত দ্রষ্টব্য)।অথচ খোঁদার পরিচয় লাভের পন্থা অবলম্বনকারী মা'রিফাতপন্থী আর পরিচয় লাভকারী মোটেই এক কথা নয়।তাইতো ে অভিধার ন্যায্য অনুবাদ হবে," খোঁদার পরিচয় লাভকারী আরিফ-ওলীয়ুল্লাহগণের কা'বা "।

মূলতঃ এত এটি হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভান্ডারি কঃ'র এমন এক বিশেষত্ব,যা হযরত গাউসুল আ'যম জিলানী কঃ এর সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ।যেমন-হযরত গাউসুল আ'যম জিলানী কঃ "স্বীয় ক্বলব বা অন্তরাত্মার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন," আযহারাহু ক্বিবলাতান লিকুল্লে ওয়াদিরিন,মিন আহলে যামান-নী, অর্থাৎঃ ওটাকে (উক্ত অন্তরাত্মা) স্বীয় যমানাবসীর মধ্য থেকে তথায় (আল্লাহর নৈকট্যে) গমনকারী প্রত্যেকের জন্য ক্বিবলারূপে প্রকাশ করেছেন (বাহজাতুল আসরার-৫৫ পৃষ্ঠা-লেবানন বৈরুত)।আর হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী কঃ'র রহস্যময় বাণী," আমি একদিন আমার ভাই পিরানেপীর দস্তগীর সাহেবের সহিত কা'বা শরিফে ঢুকিয়া দেখিতে পাইলাম,রাসুল করিম দঃ এর ছদর মুবারকে (সিনা মুবারকে) এক অসীম দরিয়া। আমরা উভয়ে উহাতে ডুব দিলাম" (জীবনি ও কেরামত,ষষ্ঠ সংস্করণ-২০০ পৃষ্ঠা)। এখানে উভয় গাউসুল আ'যম কঃ একই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবস্থায় কা'বা শরিফ কেন্দ্রিক অবস্থান নির্দেশ করা থেকে বুঝা যায়,উনারা উভয়েই উক্ত একইরূপ ক্বিবলা বা কা'বা সাব্যস্ত হন।তাইতো হযরত শায়খুল ইসলাম মুফতীয়ে আ'যম ফখরে আরেফা আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদি কঃ "তোহফাতুল আখিয়ার" কিতাবে এবং হযরত বাহরুল উলুম আল্লামা আব্দুল গণি কাঞ্চনপুরী কঃ'র "আয়নায়ে বারী" কিতাবে গাউসুল আ'যম হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারী কঃ কে যথাক্রমে ' ক্বিবলাতুত তাওহীদে লি আহলিল ইয়াক্বীন" ও "ক্বিবলায়ে আহলে ছফা" ইতযাদি অভিধার মাধ্যমে ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন দেখা যায়।আর এভাবে হযরত গাউসুল আ'যম হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারী কঃ এর ঐরূপ বিশেষত্বের বিকশিত দীপ্তালোক দৃষ্টেই ইমামে আহলে সুন্নাত হযরত শেরে বাংলা রহঃ'র অনুরূপ প্রসংসাগীতির শিরোনামে 'কা-বায়ে আহলে ইরফা-ন" অভিধায় স্বরণপূর্বক স্বীয় ভক্তি-শ্রদ্ধার সওগাত-নজরানা পেশ করেছেন।

(৪) "ফুয়ু-যা-ত'র " অনুবাদ 'সমূহ ফরয বা 'কল্যাণধারা' করাটা বহুবচনের স্থলে এক বচনের অর্থ নেওয়া দৃষ্টে অযথার্থ নয়তো কি?

(৫) "মাসদারে কামা-লা-ত'র" অনুবাদ 'কামালাতের (আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতাসমূহের) উৎসস্থল'র পরিবর্তে 'কামালাতের প্রকাশস্থল, করার অন্যায্যতা ও হীন মনোবৃত্তি নিরূপণ করা যায়, "মাসদার' শব্দটির অনুবাদ ইতিপূর্বে,"তার অনুবাদ করা কিতাবের-৫৪ পৃষ্ঠায় 'উৎস' এবং ৯৯ পৃষ্ঠায় 'উৎসস্থল' করা দৃষ্টে।

(৬) "আলাইহি রাহমাতু রাব্বিহিল বা-রী'র " অনুবাদ 'তাঁর উপর আপন-স্রষ্টা-রবের রহমত বর্ষিত হোক' করাটাই ন্যায্য নয় অনুবাদ। কিন্তু উক্ত অনুবাদে 'স্রষ্টা-রব' একক সত্তা কে 'রব ও স্রষ্টা' দু-সত্তায় পরিণত করে ফেলেছেন সুন্নিনামধারি নেতা মান্নান সাহেব,যা পদপ্রকরণ বিধি বিরুদ্ধও বটে।

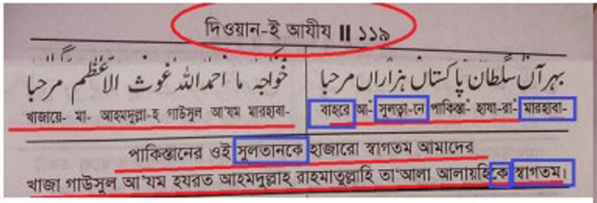

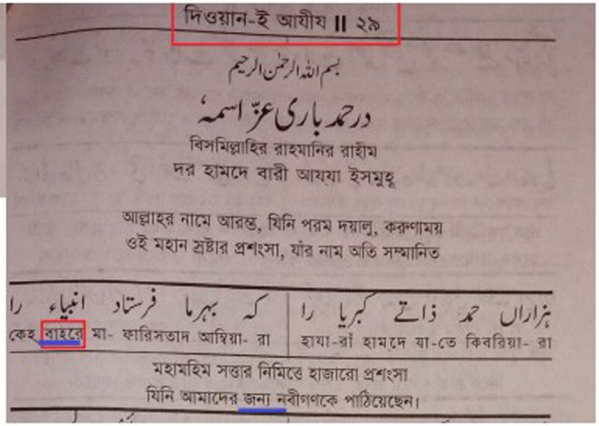

প্রসংসিত হযরত কেবলার প্রসংসা সংশ্লিষ্ট কবিতার ১ম পঙক্তির উচ্চারণঃ "বাহরে আ-সুলত্বানে পাকিস্তা-হাযা-রা মারহাবা,খাজায়ে মা-আহমুল্লাহ গাউসুল আ'যম মারহাবা"

এটির ন্যায্য অনুবাদঃ " পাকিস্তানের ওই রাজাধিরাজের জন্য অজস্র হাজার প্রসংসাবাদ;যিনি আমাদের খাজা (মনিব-অধিপতি-অভিভাবক),যার নাম (হযরত) আহমদ উল্লাহ,অভিধা গাউসুল আ'যম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু),তাঁরই নিমিত্তে প্রসংসাবাদ।

উক্ত পঙক্তির অন্যায্য অনুবাদ যা করেছে- ((এপ্রিল ২০০৯ প্রথম প্রকাশিত ও জুন ২০১২ দ্বিতীয় প্রকাশিত "দিওয়ানে আযিযে"র অনুবাদক" মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান (সাবেক প্রতিষ্ঠাতা আহব্বায়ক ,বর্তমান সভাপতিঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা ও বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট)ঃ পাকিস্তানের ওই সুলতানকে হাজারো স্বাগতম আমাদের,খাজা গাউসুল আ'যম হযরত আমদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিকে স্বাগতম"

উভয় অনুবাদের ন্যায্যতা ও অন্যায্যতা প্রাসঙ্গিক সুত্রানুক্রমঃ

(১) 'বাহরে' শব্দের অনুবাদ যে, 'জন্য' হবে তা জানা (তার অনুবাদের ২৯ পৃষ্ঠায় গ্রন্থটির প্রথম পঙক্তির মাঝে শব্দটির অনুবাদ 'জন্য' করা) সত্বে এখানে 'কে' করাটা চরম অন্যায্য নয়তো কি?

(২) 'সুলতান' শব্দের অর্থ বাদশাহও হয় এবং বাদশাহ মর্মে রাজাধিরাজও (সংসদ বাঙলা অভিধান দৃষ্টব্য)। অতএব প্রসংসিত হযরত কেবলার প্রতি উক্ত অনুবাদক প্রকৃত শ্রদ্ধাশীল হলে সেটির অনুবাদ 'বাদশাহ' কিংবা 'রাজাধিরাজ' করতে পারতেন।

(৩) কার শুভাগমন কালে 'মারহাবা' বলা হলে, তখনই মাত্র এটির অর্থ 'স্বাগতম' নেওয়া যথার্থ হয় (আলমুনজেদ)।অন্যথায় অর্থ হবে প্রসংসাবাদ,মুবারকবাদ,ধন্যবাদ ইত্যাদি (ফি-রু-য়ুল লুগাত)। এতদসূত্রে গ্রন্থকার মহোদয় হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সময়সাময়িক নন বিধায় এখানে 'স্বাগতম' অর্থ নেওয়া অসম্ভব। তদ্রুপরি এখানে যে, 'প্রশংসাবাদ' ই অর্থ হবে তা শিরোনামস্থ 'দর মদহে' বা 'প্রসংসায়' কথাটি দৃষ্টেও সুস্পষ্ট।

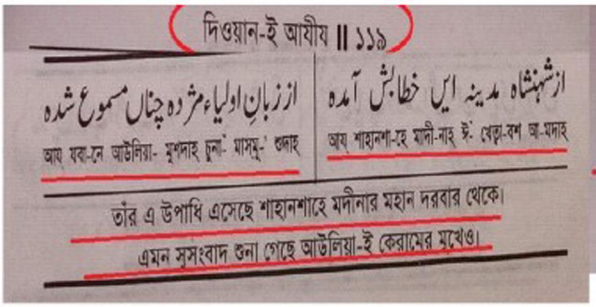

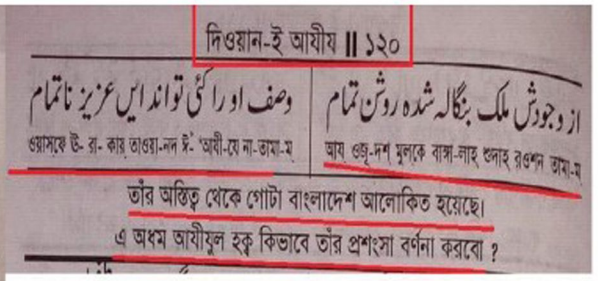

২য় ও ৩য় পঙক্তির উচ্চারণ ,ন্যায্য ও অন্যায্য অনুবাদ দেওয়া হল নিম্নেঃ

২য় পঙক্তি উচ্চারণঃ"আয শাহানশা-হে মদী-নাহ ঈ খেত্বা-বশ আ-মদাহ+আয যবা-নে আউলিয়া-মুশদাহ চুনা-মাসমূ' শুদাহ-"

২য় পঙক্তির ন্যায্য অনুবাদঃ "তাঁর এ (গাউসুল আ'যম) উপাধি শাহানশাহে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান দরবার থেকে এসেছে,এমন সুসংবাদ আউলিয়ায়ে-ই কেরামের মুখে (আলোচনায়) শুনা গিয়েছে"।

কিন্তু ২য় পঙক্তির অন্যায্য অনুবাদ যা করেছে- ((এপ্রিল ২০০৯ প্রথম প্রকাশিত ও জুন ২০১২ দ্বিতীয় প্রকাশিত "দিওয়ানে আযিযে"র অনুবাদক" মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান (সাবেক প্রতিষ্ঠাতা আহব্বায়ক ,বর্তমান সভাপতিঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা ও বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট)ঃ"তাঁর এ উপাধি এসেছে শাহানশাহে মদীনার মহান দরবার থেকে।এমন সুসংবাদ শুনা গেছে আউলিয়া-ই কেরামের মুখেও"।

টীকা (অনুবাদের ন্যায্যতা -অন্যায্যতা প্রাসঙ্গিক সুত্রানুক্রমঃ

(১) এখানে 'এ উপাধি' বলতে পূর্বোক্ত 'গাউসুল আ'যম' উপাধিটিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(২) 'গাউসুল আ'যম' উপাধিটি শাহানশাহে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান দরবার থেকে প্রদত্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ের সাক্ষীগণ হলেন আউলিয়া-ই কেরাম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের অসংখ্য সাক্ষীর উল্লেখযোগ্য একজন হলেন,হযরত শেরে বাংলা রহঃ।আর এহেন ধারাবাহিকত সাক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষীতে তিনি সর্বজন স্বীকৃত গাউসুল আ'যম ই হন।অথচ এখানে একটি বাক্য কে এমন দু'টি বাক্যে বিভাজন করতঃ অনুবাদ করা হয়েছে।যদদ্বারা হযরত শেরে বাংলা রহঃ-কে প্রথম পর্যায়ের সাক্ষ্যের ব্যর্থ চেষ্টায় সাক্ষ্যের ধারাবাহিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ ও সংকুচিত করা হয়।

(৩) দ্বিতীয় বাক্যের অন্তর্গত সর্বশেষ শব্দ "মুখেও"র মধ্যকার 'ও' টা সম্পূর্ণ মনগড়া ও ভিত্তীহীন অনুবাদেরই স্বাক্ষর।

(৪) প্রসঙ্গতক্রমে উল্লেখ্যে যে,প্রসংসিত হযরত কেবলার উপাধি "গাউসুল আ'যম" হওয়া এবং তা শাহানশাহে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রদত্ত হওয়ার সুসংবাদ এখানে সুপ্রমাণিত।অতএব,গ্রন্থকার মহোদয়ের (শেরে বাংলা রহঃ) বরাত দিয়ে তাঁকে ,পূর্বাঞ্চলের গাউসুল আ'যম মর্মে গাউসুল আ'যম মাশরেকী বলা এবং উপাধিটি শেরে বাংলা রহঃ হুজুর কিংবা গাউসুল আ'যম জিলানীরই প্রদত্ত বলে অলীক দাবী ও উদ্ভট গল্প (গাউসুল আ'যম জিলানী র' সংস্কার ও তরিকা,কৃতঃ এডভোকেট মোসাহেব উদ্দিন বখতিয়ার ,সাবেক কেন্দ্রীয় সম্পাদক বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র সেনা] উক্ত কিতাবে উল্লেখ করে।সুস্পষ্ট সত্যের অপলাপ এবং হযরত শেরে বাংলা রহঃ এর উপর অপবাদ বৈকি?

৩য় পঙক্তির উচ্চারণঃ"আয ওজু-দশ মুলকে বাঙ্গা-লাহ শুদাহ রওশন তামা-ম+ওয়াসফে উ-রা-কায় তাওয়া-নদ ঈ- আযী যে না-তামা-ম"।

৩য় পঙক্তির ন্যায্য অনুবাদঃ" তাঁর আবির্ভাবের কারণে বাংলা মুলুক (বাংলা ভাষাভাষীদের আবাসভূমি)

পরিপূর্ণ আলোকিত হয়ে গিয়েছে।তাঁর প্রসংসার শক্তি কি এ অধম আযিয কখনো রাখে?
কিন্তু ৩য় পঙক্তির অন্যায্য অনুবাদ যা করেছে- ((এপ্রিল ২০০৯ প্রথম প্রকাশিত ও জুন ২০১২ দ্বিতীয় প্রকাশিত "দিওয়ানে আযিযে"র অনুবাদক" মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান (সাবেক প্রতিষ্ঠাতা আহব্বায়ক ,বর্তমান সভাপতিঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা ও বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট)ঃ "তাঁর অস্তিত্ব থেকে গোটা বাংলাদেশ আলোকিত হয়েছে।এ অধম আযীযুল হক্ব কিভাবে তাঁর প্রসংসা বর্ণনা করবো?"
টীকা (অনুবাদের ন্যায্যতা -অন্যায্যতা প্রাসঙ্গিক সুত্রানুক্রমঃ
(১) 'আয ওজু-দশ" এর অনুবাদ "তাঁর আবির্ভাবের কারণে" না করে "তাঁর অস্তিত্ব থেকে' কথাটা অযথার্থ। কেননা, তাঁর আবির্ভাব বাংলার মুলুকে হওয়ার কারণে এতদাঞ্চল,এক অনন্য বিশেষতবে সমৃদ্ধ হয় তথা গ্রন্থকার মহোদয় (শেরে বাংলা রহঃ) ভাষায়," তিনি হযরত আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাথে সম্পৃক্ত উম্মতগণের আলোকবর্তিকা (বিধায় তাঁর আলোকরশ্মি সমগ্র সৃষ্টিজগতব্যাপী দীপ্যমান) এবং তাঁর ফয়য অনুগ্রহের দানে সৃষ্টিজগতের সমূহ প্রন্ত পরিপূর্ণ" প্রকৃতি প্রণিধানযোগ্য।অতএব এখানে 'আয' হরফ বা অব্যয়টি তা'লি-লিয়্যাহ বা কারণ বর্ণনাত্মক এবং 'ও-জু-দ' আবির্ভাব অর্থেই যথার্থ হবে বিধায় এটির অনুবাদ 'তাঁর আবির্ভাবের কারণে' করাটাই যথার্থ হয়।
(২) 'মুলকে বাংগা-লাহ'র অনুবাদ 'বাংলাদেশ করাটা 'বাংলাদেশ' করাটা অযথারথ।কেননা না বাংলাদেশের অস্তিত্ব ছিল,উক্তরূপে প্রসংসিত হযরত কেবলার সময়কালে,না গ্রন্থকার মহোদয়ের সময়কালে! অতএব এখানে 'মুলকে বাঙ্গালাহ' বলতে বাংলা ভাষাভাষীদের আবাসভূমিকেই বুঝায়,যা 'বাংলামুলুক' নামেই আখ্যেয় এবং বর্তমানকালীন বাংলাদেশ সহ আরো অনেক অধিক ভূখন্ড জুড়েই অবস্থিত।
(৩) 'তামা'মা' শব্দটি 'রওশন' শব্দেরই গুণবর্ণনাবাচক বিধায় ন্যায্য অনুবাদ হবে," পরিপূর্ণ আলোকিত"। শব্দটিকে উদ্ভট বাংলাদেশের সংযুক্ত করতঃ অনুবাদ 'গোটা বাংলাদেশ' করে ফেলা শুনতেও খারাপ লাগে না।
(৪) 'কায়' শব্দটির 'ইস্তিফহা-মে যমান' বা কালের প্রশ্নে 'কখনো?' অর্থে ব্যবহৃত হয় (কিশওয়ারী)। অতএব, এটির অনুবাদ 'কিভাবে?' করাটা অন্যায্য।
(৫) 'তাওয়া-নন' শব্দটির ওয়াহিদ গা-ইয়েব বা একবাচনিক নাম পুরুষের জন্য হয় এবং 'শক্তি রাখে' অর্থ প্রদান করে।এক্ষেত্রে 'বর্ণনা করবো' মর্মে মুতাকাল্লিম বা উত্তমপুরুষ যোগের অনুবাদ কতঈ না অন্যায্য!
(৬) গ্রন্থকারের (শেরে বাংলা রহঃ) ভাষ্যে,' তাঁর প্রসন্সার শক্তি কি এ অধম আযীয কখনো রাখে?' উক্তিটি প্রসঙ্গতঃ বিশেষ লক্ষ্যনীয়।প্রসংসিত হযরত কেবলার প্রসংসা করে শেষ বা চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রসংসা,গ্রন্থকার (শেরে বাংলা রহঃ) কর্তৃক কোনকালেই সম্ভব নয় এমন অভিভূতিই এখানে প্রতিভাত হয় অতএব হযরত কেবলার যেরুপ প্রসংসা আল্লামা গাজী শেরে বাংলা রহঃ করেছেন।মূলতঃ তিনি উহারও বহু উর্ধে।

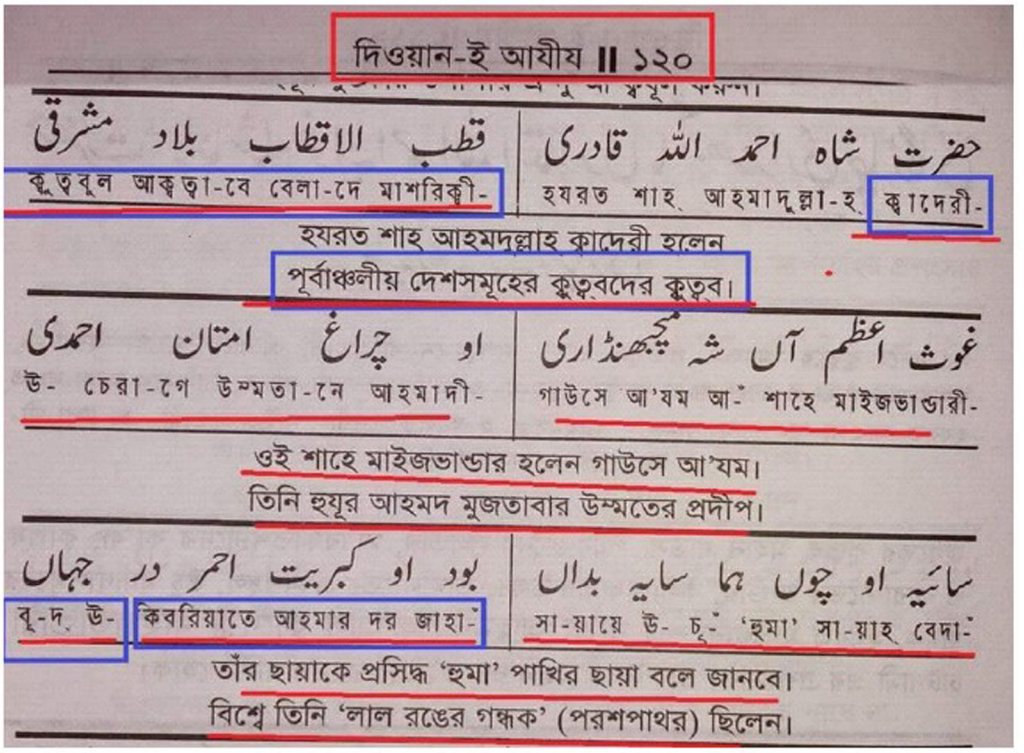

৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঙক্তির উচ্চারণ ,ন্যায্য ও অন্যায্য অনুবাদ দেওয়া হল নিম্নেঃ

৫ম পঙক্তির উচ্চারণঃ" হযরত শাহ্ আহমদুল্লাহ-হ ক্বাদেরী+কুত্ববুল আক্বত্বা-বে বেলা-দে মাশরিক্বী"

৫ম পঙক্তির ন্যায্য অনুবাদঃ " হযরত শাহ আহমদ উল্লাহ ক্বাদেরী (রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু) পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী কুত্ববুল আক্বতাব।"

কিন্তু ৫ম পঙক্তির অন্যায্য অনুবাদ যা করেছেঃ (এপ্রিল ২০০৯ প্রথম প্রকাশিত ও জুন ২০১২ দ্বিতীয় প্রকাশিত "দিওয়ানে আযিযে"র অনুবাদক" মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান (সাবেক প্রতিষ্ঠাতা আহব্বায়ক ,বর্তমান সভাপতিঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা ও বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট) নেতাঃ" হযরত শাহ আমদুল্লাহ ক্বাদেরী হলেন পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহের কুতুবদের কুতুব"।

উভয় অনুবাদের ন্যায্যতা-অন্যায্যতা সুত্রনুক্রমঃ

(১) প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, 'ক্বাদেরী' শব্দের যথার্থ মর্ম উপলব্ধিতে ব্যর্থ কতিপয় লোক মাইজভান্ডারী ত্বরীক্বার স্বাতন্ত্র কে প্রশবিদ্ধ করে [যেমনঃ গাউসুল আ'যম জিলানী র' সংস্কার ও তরিকা,কৃতঃ এডভোকেট মোসাহেব উদ্দিন বখতিয়ার ,সাবেক কেন্দ্রীয় সম্পাদক বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র সেনা]।তাদের উদ্দেশ্যে বলতে হয়,ত্বরীক্বতের সিলসিলাগত পূর্বধারাবাহিকতায় হযরত গাউসুল আ'যম জিলানী কঃ,জুনাঈদী-সকতী হওয়া সত্বেও যেভাবে একটি স্বতন্ত্র ত্বরীক্বা প্রতিষ্ঠা করেন,অনুরুপ হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী কঃ পূর্বধারবাহিকতায় সুহরাওয়ার্দী-ক্বাদেরী হওয়া সত্বেও একটি স্বতন্ত্র ত্বরীক্বা প্রতিষ্টা করেছেন।এছাড়া নকশবান্দীয়া তরিকার ইতিহাস পর্যালোচনায় আমরা দেখতে পাই তরিকতে খাজেগান এর শায়খ হযরত আব্দুল খালেক গুজদুয়ানী (রাঃ) এর অষ্ট পদ্ধতির সাথে আরো তিনতি পদ্ধতি সংযোজনের মাধ্যমে খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী (রাঃ) তরিকায়ে নকশবন্দীয়া প্রতিষ্ঠা করেন।

(২) ত্বরীক্বতের জ্ঞানসম্পন্ন ব্যাক্তিমাত্রই অবগত যে, কোন শহর,দেশ বা অঞ্চলের কুত্ত্বের পদবী 'কুত্ববুল আক্বতাব' নয়,বরং সমগ্র সৃষ্টি জগতের কুত্ববে 'কুত্ববে আলম'কেই কুত্ববুল আক্বতাব বলা হয়। আর কুত্ববুল আক্বতাবে 'বেলাদে মাশরিক্বী' অর্থ ' পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী কুত্ববুল আক্বতাব ই হবে; পূর্বাঞ্চলের কুত্ববুল আক্বতাব

আদৌ নয়!কেননা 'বেলাদ; অর্থে শহর-নগর-গ্রামাঞ্চল তথা এককথায় অঞ্চল বুঝায় (কিশওয়ারী অভিধাঃ);এবং মাশরিক অর্থ যে 'পূর্ব' তা ভাষাজ্ঞানী মাত্রই অবগত; আর এতদাঞ্চল সম্পৃক্ততায় ব্যাক্তি-সত্তার পরিচিতি জ্ঞাপনীয় 'ইয়া' বা 'ইয়ায়ে' নিসবাতী'র অর্থ অধিবাসী ই তো হয়।যেমন- গাউসে বাগদাদী বলতে বাগদাদ শহরের গাউস না বুঝিয়ে বাগদাদের অধিবাসী গাউস বুঝায় এবং 'রাসুলে আরাবী' বলতে আরব দেশের জন্যই মাত্র রাসুল না বুঝিয়ে 'আরবের অধিবাসী (সমগ্র জগতের) রাসুল বুঝায়;তদ্রুপ 'কুত্ববুল আক্বতাবে' বেলাদে মাশরিকী' বলতেও পূর্বাঞ্চলের কুত্ববুল আক্বতাব না বুঝিয়ে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী (সমগ্র জগতের) কুত্ববুল আক্বতাব ' বুঝানোই বিধেয়।

৬ষ্ঠ পঙক্তির উচ্চারণঃ "গাউছে আ'যম আ-শাহে মাইজভাণ্ডারী+উ-চেরা-গে উম্মাতা-নে আহমদী"

৬ষ্ঠ পঙক্তির ন্যায্য অনুবাদঃ " ওই মাইজভাণ্ডার শরিফের অধিবাসী রাজাধিরাজ গাউসুল আ'যমই; তিনি হযরত আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে সম্পর্কিত উম্মগণের আলোকবর্তিকা"।

কিন্তু ৬ষ্ঠ পঙক্তির অন্যায্য অনুবাদ যা করেছেঃ (এপ্রিল ২০০৯ প্রথম প্রকাশিত ও জুন ২০১২ দ্বিতীয় প্রকাশিত "দিওয়ানে আযিযে"র অনুবাদক" মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান (সাবেক প্রতিষ্ঠাতা আহব্বায়ক ,বর্তমান সভাপতিঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা ও বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট) নেতাঃ"ওই শাহে মাইজভাণ্ডার হলেন গাউসে আ'যম তিনি হুজুর আহমদ মুজতবার উম্মতের প্রদীপ"।

উভয় অনুবাদের ন্যায্যতা-অন্যায্যতা প্রাসঙ্গিক সুত্রানুক্রমঃ

(১) মাইজভান্ডার এবং মাইজভাণ্ডারী যেমন এক কথা নয় তেমনী 'শাহে মাইজভাণ্ডারী'র অনুবাদ 'শাহে মাইজভান্ডার' করাটা অন্যায্য বটে।

(২) উম্মাতা-ন শব্দটির 'উম্মত' শব্দের বহুবচন বিধায় এটির অর্থ হয় 'উম্মতগণ'।তাই একবচন মর্মে 'উম্মত' অনুবাদ করাটা অযথার্থ।

(৩) 'ইয়ায়ে নিসবাতী' বা 'সম্পৃক্ততা জ্ঞাপক ইয়া' যোগে 'আহমদী' শব্দের অর্থ হল 'আহমদী মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে সম্পর্কিত'।তাই, 'আহমদ মুজতাবার' অর্থে অনুবাদ অন্যায্যই।

টীকাঃ তাদের বিপক্ষে এখানেও স্পষ্ট অভিমত প্রভাত হয় যে, 'হযরত আহমদ মুজতাবা সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে সম্পর্কিত উম্মগণের আলোক বর্তিকা' মর্মে তিনি সমগ্র জগতের গাউসুল আ'যম'।

৭ম পঙক্তির উচ্চারণঃ " সা-য়া-রে -চু-হুমা সা-য়া-হ বেদা+বু-দ-উ-কি-ব-রি-য়তে আহমাদ দর জাহা"।

৭ম পঙক্তির ন্যায্য অনুবাদঃ"তাঁর ছায়া, 'হুমা' (যার ছায়াতলে এলে ঐশ্বর্য ও রাজত্ব পাওয়া যায়,এমন) পাখির ছায়া স্বরুপ জানবে।জগতকুলে তিনি হন, (যদদ্বারা পরশমণি তৈরি হয় এমন) লাল গন্ধক বা পরশমণির মূল"।

কিন্তু ৭ম পঙক্তির অন্যায্য অনুবাদ যা করেছেঃ (এপ্রিল ২০০৯ প্রথম প্রকাশিত ও জুন ২০১২ দ্বিতীয় প্রকাশিত "দিওয়ানে আযিযে"র অনুবাদক" মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান (সাবেক প্রতিষ্ঠাতা আহব্বায়ক ,বর্তমান সভাপতিঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা ও বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট) নেতাঃ "তাঁর ছায়াকে প্রসিদ্ধ হুমা পাখির ছায়া বলে জানবে।বিশ্বে তিনি 'লাল রঙের গন্ধক' (পরশ পাথর) ছিলেন।"

উভয় অনুবাদের ন্যায্য-অন্যায্যতা প্রাসঙ্গিক সুত্রানুক্রমঃ

(১) 'চু'র অনুবাদ বলে' করাটা যথার্থ হয় নি;এটির যথার্থ অনুবাদ হবে,মতো বা ন্যায় বা স্বরুপ প্রভৃতি।

(২) 'কিবরি-য়তে আহমর' বা লাল গন্ধক বলতে অস্পষ্ট অর্থে পরশপাথর বা পরশমণি বুঝালেও স্পষ্ট অর্থে 'যদদ্বারা পরশমণি তৈরি হয় তা'ই লাল গন্ধক (কিশোয়ারি অভিধাঃ)।

বাস্তবিকই তিনি উক্তরুপ লাল গন্ধক বা পরশমণির মূল (যদদ্বারা পরশমণি তৈরি হয়) হন বিধায় তাঁর সান্নিধ্যে ও ত্বরীক্বায় পরশমণিররতুল্য আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন বহু ওলীয়ুল্লাহ সৃষ্টি হওয়ার ধারা অব্যাহত

(চলমান)।অতএব, এখানে 'বু-দ'র অনুবাদ 'ছিলেন; করা যথার্থ নয়; বরং। 'হন' করাই যথার্থ কেননা তা-ই অব্যাহত (চলমান) ধারার মর্মকে ধারণ করে।

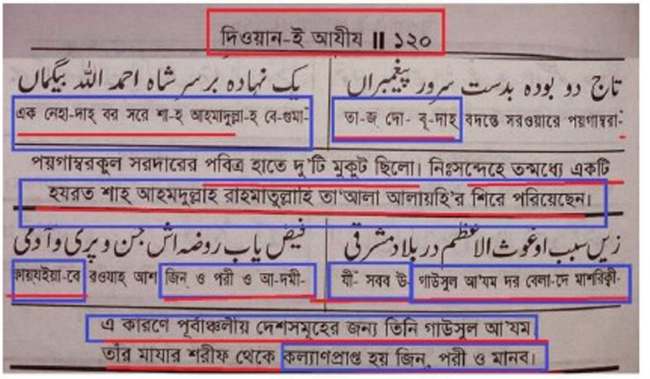

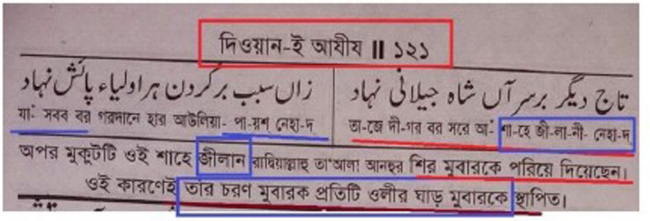

قلبی فی مکون علم الله عز وجل فی زاویة عن الخلق ملک علی باب الحق سبحانه اظهره قبلة لکل وارد من اهل زمانی واصل من وراء الاخلاق علی بساط الانس والقرب جالس والملک المفرد له مزانس مطلع علی اسرار الخلیقة ناظر الی وجوه القلوب قد صفاه الحق عن دنس رؤیة سواه حتی صار لوحا یقبل الیه ما فی اللوح المحفوظ وسلم الیه ازمة امور اهل زمانه وصرفه فی عطائهم ومنعهم وقال له بلسان الغیب انک الیوم لدینا مکین امین والمعدد مع ارواح اهل الیقین علی دکة بین الدنیا والآخرة بین الخلق والخالق بین الظاهر والباطن بین ما یدرک وبین ما لا یدرک وجعل له اربعة وجوه وجه ینظر به الی الدنیا ووجه ینظر به الی الآخرة ووجه ینظر به الی الخلق ووجه ینظر به الی الخالق وصیره خلیفة فی ارضه وعوالمه فاذا اراد ان یدبر امرا قلبه من صورة الی صورة ومن هیئة الی هیئة فاطلعه علی خزائن الاسرار لانه مفرد الملک وغائب الشهادة وامین مملکته فی وقته وله فی کل یوم ولیلة ثلاثمائة وستین نظرة الیه۔

বাহজাতুল আসরার ৫৫ পৃষ্ঠা ,লেবনন বৈরুত

لهذا الشاب وقت اذا جاء افتقر الیه الخاص والعام وکانی اراه قائلا ببغداد علی رؤوس الاشهاد وهو یقول: قدمی هذه علی رقبة کل ولی الله فتواضع له رقاب الاولیاء فی عصره اذهو فطیم فی وقته فمن ادرک منکم ذلک الوقت فلیلزم خدمته۔

বাহজাতুল আসরার ১৬ পৃষ্ঠা

کنت عند الشیخ حماد بن مسلم الدباس رضی الله عنه ببغداد سنة ثلاث وخمسمائة والشیخ عبد القادر یومئذ فی صحبته فجاء لیجلس بین یدیه معادیا ثم قام فسمعت الشیخ حماد یقول بعد قیام الشیخ عبد القادر: لهذا المحیی قدم تعلو فی وقتها علی رقاب الاولیاء فی ذالک الوقت ولیؤمرن ان یقول: قدمی هذه علی رقبة کل ولی الله ولتواضعن له رقاب الاولیاء فی زمانه۔

বাহজাতুল আসরার ১৮ পৃষ্ঠা

৮ম, ৯ম ও ১০ম পঙক্তির উচ্চারণ ,ন্যায্য ও অন্যায্য অনুবাদ দেওয়া হল নিম্নেঃ

৮ম পঙক্তির উচ্চারণঃ "তা-জে দো-বূ-দাহ বদস্তে সরওয়ারে পায়গাম্বঁরা+এক নেহা-দাহ্ বর সরে শা-হ আহমাদুল্লাহ্ কে-গুমাঁ-"।

৮ম পঙক্তির ন্যায্য অনুবাদঃ "পয়গাম্বরকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পবিত্র হাতে (পরস্পর সমকক্ষ স্বতন্ত্র দুই গাউসুল আ'যমের জন্য) দু'টি তাজ বা মুকুট ছিল;তাম্মধ্যেকার একটি নিঃসন্দেহে হযরত শাহ আহমাদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু'র শির মুবারকে স্থাপিত"।

কিন্তু ৮ম পঙক্তির অন্যায্য অনুবাদ যা করেছে (এপ্রিল ২০০৯ প্রথম প্রকাশিত ও জুন ২০১২ দ্বিতীয় প্রকাশিত "দিওয়ানে আযিযে"র অনুবাদক" মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান (সাবেক প্রতিষ্ঠাতা আহব্বায়ক ,বর্তমান সভাপতিঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা ও বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট) নেতাঃ "পয়গাম্বরকুল সরদারের পবিত্র হাতে দু'টি মুকুট ছিলো।নিঃসন্দেহে তাম্মধ্যে একটি হযরত শাহ আহমাদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি'র শিরে পরিয়েছেন"।

উভয় অনুবাদের ন্যায্যতা অন্যায্যতা সূত্রানুক্রমঃ

(১)'তা-জে দো'-অর্থাৎ দু'টি তাজ বা মুকুট মর্মে ক্ষমতা ও মর্যাদায় বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বের সমাঅধিকারী দু'ভাব ধারার স্বতন্ত্র এইকই মর্তবার দুই গাউসুল আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার অনন্য বেলায়ত বৈশিষ্ঠ্য প্রতিভাত হয়।যা হযরত গাউসুল আ'যমদ্বয়ের প্রথমজন ইঙ্গিতে এবং দ্বিতীয়জন খোলাখুলিই ঘোষণা করেন।যথা-প্রথমজনের ইরশাদ সূত্রে নিজ সমকক্ষ একজন সাথীর কথা) এমন বৈশিষ্ঠ্য সহকারে উল্লেখ করেন,যাতে নিজের এবং হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর উক্তরূপ অনন্য বেলায়ত বৈশিষ্ঠ্য

প্রতিভাত হয় (বাহজাতুল আসয়ার-৫৫ পৃষ্ঠা,বাইরুত বিবৃতি মর্মে)।আর অনন্য অপর গাউসুল আ'যমের ইরশাদ হচ্ছে,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার হস্ত মুবারকে দু'টি 'তাজ' ছিল একটি তাজ আমার মাথায় পড়িয়ে দেন,অপরটি, আমার ভাই পিরানে পীর শায়খ আব্দুল ক্বাদের জিলানী সাহেবের মাথায় পড়ানো হয় (জীবনি ও কেয়ামত গ্রন্থ ,বেলায়তে মোতালাকা সহ বহুল তথা সুত্র বর্ণিত)।অতএব, অনুবাদের ক্ষেত্রেও সে অনন্য স্বতন্ত্রের স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটানোই যথার্থ।

(২)'বর সরে'র অনুবাদে 'শিরে' ও 'শির মুবারকে'র হেরফের অন্যায্য।।

৯ম পঙক্তির উচ্চারণঃ" যী সবব উ-গাউসুল আ'যম দর বেলা-দে মাশরিক্বী ফায়যইয়া-বে রওযাহ আশ জিন ও পরী ও আ-দ-মী"।

৯ম পঙক্তির ন্যায্য অনুবাদঃ" এ কারণেই তিনি (অনন্য দু'য়ের এক স্বতন্ত্র) গাউসুল আ'যম পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত তাঁর রাওযাহ শরিফ থেকে জিন,পরী ও মানবজাতি ফয়য অনুগ্রহের দান লাভকারী হয় (বিধায় তিনি গাউসুল আ'যম;গাউসুস সাকলাঈন)।

কিন্তু ৯ম পঙক্তির অন্যায্য অনুবাদ যা করেছে (এপ্রিল ২০০৯ প্রথম প্রকাশিত ও জুন ২০১২ দ্বিতীয় প্রকাশিত "দিওয়ানে আযিযে"র অনুবাদক" মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান (সাবেক প্রতিষ্ঠাতা আহব্বায়ক ,বর্তমান সভাপতিঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা ও বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট) নেতাঃ" এ কারণে পূর্বাঞ্চলীয় দেশ সমূহের জন্য তিনি গাউসুল আ'যম।তাঁর মাযার শরীফ থেকে কল্যাণপ্রাপ্ত হয় জিন,পরী ও মানব"।

উভয় অনুবাদের ন্যায্যতা অন্যায্যতা সুত্রানুক্রমঃ

(১) 'দর' হরফ বা অব্যয়টির অর্থ 'জন্য' নয়,বরং 'মধ্যেই' হবে।

(২) 'বেলা-দে শব্দের অর্থই যে অঞ্চল হবে তা (ইতিপূর্বে ৫ম পঙক্তির সুত্রাক্রমে উল্লেখিত)।

(৩)'মাশরিক্ব' শব্দের অর্থ 'পূর্বাঞ্চল' নয়,পূর্বই হবে,ভাষাজ্ঞানী মাত্রই অবগত।

(৪) 'বেলা-দে-মাশরিক্বী' অর্থ এখানকার ক্ষেত্রানুসারে পূর্বাঞ্চল হবে,যেমনটি- মাশরিক্বী পাকিস্থান বা পাকিস্থানের মাশরিক্বী'র অর্থ পূর্ব পাকিস্থান হয়ে থাকে।

এছাড়া শিরোনামে বর্ণিত ""দর মদহে কুত্ববে 'আ-লম,গাউসুল আযম সুলত্বা-নে পা-কিস্তা-ন ' যার অর্থ দিয়ে তিনি '" কুত্ববে আ'লম,গাউসুল আ'যম পাকিস্তান রাজাধিরাজ' উল্লেখ করেছেন।তথাপি 'পাকিস্থানের' মাশরিক্ব, তথা পূর্ব পাকিস্থান বা পূর্ব অঞ্চল কে উল্লেখ করতে সংক্ষেপে 'বেলাদে মাশরিক্বী' সহজেই অনুমেয়। কারণ এটির সম্পৃক্ততা ব্যাক্তিসত্বা বিলীন কেবলমাত্র স্থানের সাথে হয়ে থাকলে এমন অর্থই বিধেয়।

(৫) হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভান্ডারি রাদ্বিয়ালাল্লাহ আনহুকে পূর্বাঞ্চলের জন্য সীমাবদ্ধ গাউসুল আ'যম বুঝানোর জন্য অপচেষ্টামূলক অনুবাদ যে, বাতিল হিসেবেই পরিগণীত,তা ইতি পূর্বাপর একাধিক 'ক্বারিনাহ' বা দলিলসূত্রের ভিত্তিতেই সুপ্রমাণিত।

যেমন-প্রথমতঃ"কুত্ববে আলম,গাউসুল আ'যম,পদবী-অভিধাই প্রমাণ করে,তিনি সমগ্র সৃষ্টির জন্যই গাউসুল আ'যম।

দ্বিতীয়তঃ হযরত আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে সম্পৃক্ত উম্মতগণের আলোকবর্তিকা হওয়া সূত্রেও প্রমাণিত,তিনি সমগ্রজগত ব্যাপী গাউসুল আ'যম।

তৃতীয়তঃ সৃষ্টিহজগতের সমূহ প্রান্ত তাঁর ফয়য অনুগ্রহের দানে পরিপূর্ণ বলে উক্তিই প্রমাণ,করে তিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্যই গাউসুল আ'যম।

(৬) এখানে 'দর বেলা-দে মাশরিক্বী' বাক্যাংশটি তাঁর রাওযাহ'র অবস্থান নির্দেশ করণাত্মক এবং এ বাক্যাংশের সাথে বিদ্যমান।কেননা, করণে পূর্বোক্ত 'যী সব্ব উ গাউসুল আ'যম 'অর্থাৎ, এ কারণেই তিনি

(স্বতন্ত্র) গাউসুল আ'যম কথাটি পরিপূর্ণ বাক্যই বটে।

(৭) 'ফায়যইয়া-ব' শব্দটি 'ইসমে ফা''য়িল তারকিক-খী' বা যৌগিক কর্তৃবাচ্য বিশেষ্য বিধায় এটির অর্থ হবে ফয়য (অনুগ্রহের দান) লাভকারী।অতএব, এটির অনুবাদ 'কল্যাণপ্রাপ্ত হয়' করাটা অন্যায্য।

(৮) জিন,পরী ও মানবজাতি ফয়য-অনুগ্রহের দান লাভকারী হয় উক্তি মর্মে প্রতিভাত হয় যে, হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু,অবিকল হযরত গাউসুল আ'যম জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর মতো 'গাউসুস সাক্কালাঈন' হন।অতএব, এহে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অনুবাদে অপষ্ট রেখে দেওয়াটা যথার্থ নয়।

১০ পঙক্তির উচ্চারণঃ " তা-জে দী-গর বর সরে আঁ-শাহে জী-লা-নী নেহা-দ+যাঁ-সব্ব বর গরদানে হার আউলিয়া পা-য়হ নেহা-ম"।

১০ পঙক্তির ন্যায্য অনুবাদঃ" অপর মুকুটটি ওই শাহে জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু'র শির মুবারকের রক্ষণাবস্থায় রয়েছে (বিধায় অনন্য স্বতন্ত্র তাজধারী দু'য়ের অপর স্বতন্ত্র গাউসুল আ'যম তিনিই)।ওই কারণেই (স্বীয় যুগের তথা হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারীর যুগ পূর্ববর্তী) সকল ওলীর ঘাড় মুবারকে তাঁর চরণ মুবারক রক্ষিত"।

কিন্তু ১০ম পঙক্তির অন্যায্য অনুবাদ যা করেছে (এপ্রিল ২০০৯ প্রথম প্রকাশিত ও জুন ২০১২ দ্বিতীয় প্রকাশিত "দিওয়ানে আযিযে"র অনুবাদক" মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান (সাবেক প্রতিষ্ঠাতা আহব্বায়ক ,বর্তমান সভাপতিঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা ও বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট) নেতাঃ" অপর মুকুটটি ওই শাহে জীলান রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু'র শির মুবারকে দিয়েছেন।ওই কারণেই তাঁর চরন মুবারক প্রতিটি ওলীর ঘাড় মুবারকে স্থাপিত"।

উভয় অনুবাদের ন্যায্যতা-অন্যায্যতা সুত্রানুক্রমঃ

(১) 'নেহা-দ' শব্দটি হাসিল মাসদার বা ক্রিয়ামূলে অবস্থাজ্ঞাপক হিসেবে এটির অর্থ হবে 'রক্ষিত' বা 'রক্ষণাবস্থায়' আছে।

(২) 'শাহে জী-লা-নী-র' অনুবাদ 'শাহে জীলান' করার অন্যায্যতা স্পষ্ট।

(৩) 'তাঁর চরণ স্বারক প্রতিটি ওলীর ঘাড় মুবারকে' বলে উল্লেখিত উক্তির মর্ম স্পষ্ট হওয়া জরুরী।কেননা এটির মর্ম স্পষ্ট না হলে বহূ দ্বিধাবিভক্তি থেকেই যায়।মূলতঃ এ মর্মীয় উক্তি স্বয়ং হযরত গাউসুল আ'যম জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু কর্তৃকই বিষোষিত এবং স্বীয় যুগের সকল ওলীর জন্যই প্রযোজ্য বলে তিনি কর্তৃক স্বীকৃত।যেমন- বাহজাতুল আসরার (বাইরুত,লেবানন প্রকাশিত) গ্রন্থের ১৩-২০ পৃষ্ঠা জুড়ে সন্নিবেশিত তৎপূর্বতন সাতজন মহামান্য ও সুপ্রসিদ্ধ ওলীয়ুল্লাহর ভবিষ্যৎবাণী থেকে উক্তরূপ যুগের সাথে নির্দিষ্টিত ও শর্তযুক্ত হওয়া সাব্যস্ত হয় বটেই,উপরন্তু তাম্মধ্যে ওই সময়কার গাউসের ভবিষ্যৎবাণীর মর্মানুসারে তা স্বয়ং হযরত গাউসুল আ'যম জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু কর্তৃকই স্বীকৃত অভিমত বলেই সাব্যস্ত।কেননা এতে ভাবী গাউসুল আ'যম তদানীন্তন যুবক শায়খ আব্দুল ক্বাদের জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু-কে সম্বোধন করতঃ তিনি বলেন " আমি এরূপ দেখতে পাচ্ছি যে,আপনি পূর্ণ সমাবেশে কুরসীতে আরোহণপূর্বক বলতে যাচ্ছেন,' আমার এ চরণ সকল ওলীর ঘাড়ের উপর রয়েছে;।আর আপনার সমকার ওলীগণকে এরূপ দেখতে পাচ্ছি যে,তাঁরা আপনার মর্যাদার কারণে তাঁদের ঘাড়সমূহ ঝুকিয়ে দিতে যাচ্ছেন" (প্রাগুক্তঃ (বাহজাতুল আসরারঃ ১৯ পৃষ্ঠা) ।অতএব,বিষয়টি স্বীয় যুগের সাথে নির্দিষ্টিত ও শর্তযুক্ত হওয়াটা স্বয়ং তিনি কর্তৃক স্বীকৃত বলেই সাব্যস্ত।

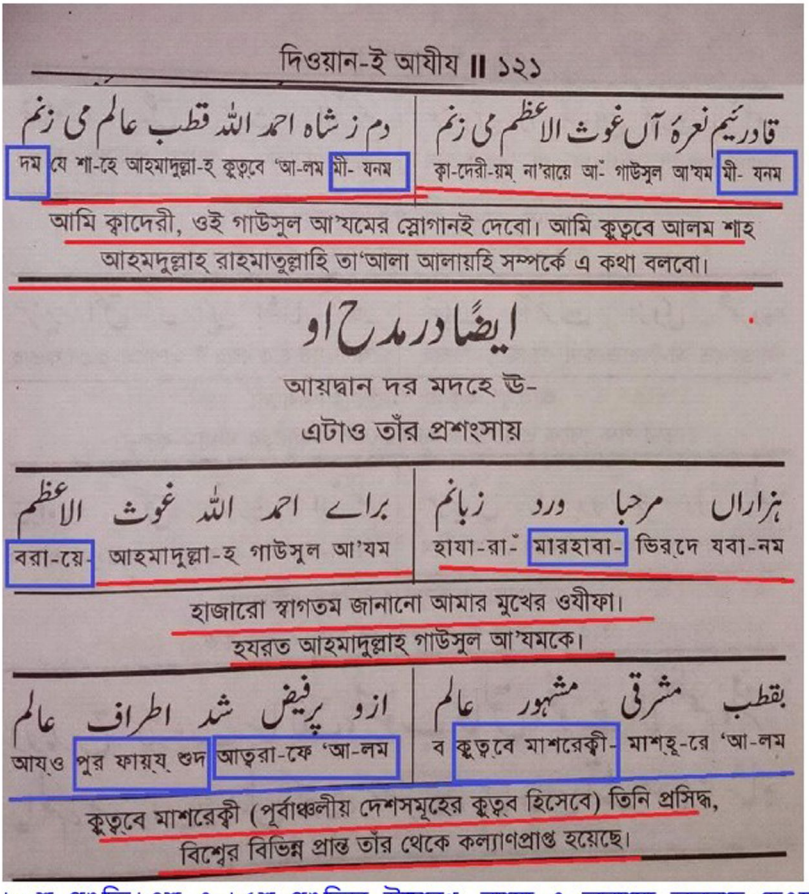

১৩শ পঙক্তি,১৪শ ও ১৫শ পঙক্তির উচ্চারণ ,ন্যায্য ও অন্যায্য অনুবাদ দেওয়া হল নিম্নেঃ

১৩শ পঙক্তির উচ্চারণঃ " ক্বা-দেরী-য়ম না'রায়ে আঁ-গাউসুল আ'যম মী-যনম+ দম যে শা-হে আহমদুল্লা-হ্ কুত্ববে 'আ-লম মী-যনম"।

১৩শ পঙক্তির ন্যায্য অনুবাদঃ " আমি ক্বাদেরী ,ওই গাউসুল আ'যমের স্লোগানই দিচ্ছি,কুত্ববে আলম শাহ আহমদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কথা আমি বলছি"।

কিন্তু ১৩শ পঙক্তির অন্যায্য (অনুবাদ এপ্রিল ২০০৯ প্রথম প্রকাশিত ও জুন ২০১২ দ্বিতীয় প্রকাশিত "দিওয়ানে আযিযে"র অনুবাদক" মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান (সাবেক প্রতিষ্ঠাতা আহব্বায়ক ,বর্তমান সভাপতিঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা ও বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট) নেতাঃ " আমি ক্বাদেরী, ওই গাউসুল আ;যমের স্লোগানই দেবো।আমি ,কুত্ববে শাহ আহমদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি সম্পর্কে এ কথা বলবো"।

উভয় অনুবাদের ন্যায্যতা-অন্যায্যতা সুত্রানুক্রমঃ

(১) 'মী-যনম'র অনুবাদ প্রথমার্থে 'দিচ্ছি'র পরিবর্তে 'দেবো' এবং দ্বিতীয়ার্থে বলছি'র পরিবর্তে 'বলবো' করা তথা বর্তমানকালে বাচকের স্থলে ভবিষ্যৎকাল বাচকের অর্থে অনুবাদ করা অন্যায্য নয়তো কি!

(২) 'দম' শব্দের অনুবাদ 'কথা'র পরিবর্তে 'এ কথা' করাটা আদৌ ন্যায্য হয়।

(৩) প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, এতদাঞ্চলে ক্বাদেরী ত্বরীক্বার নিষ্ঠাবান অনুসারীদের জন্য এখানে শিক্ষণীয় বিষয়

রয়েছে।কেননা ইমামে আহলে সুন্নাত গাজীয়ে দ্বীনো মিল্লাত শেরে বাংলা রাহিমাহুল্লাহ এখানে এটাই তো বললেন,' আমি ক্বাদেরী হওয়া সত্ত্বেও ওই গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর স্লোগান ই দিচ্ছি' এ মর্ম বাণীকে তিনি আরো স্পষ্ট করে দিলেন, কুত্ববে আলম শাহ আহমদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র কথাই আমি বলছি 'উক্তিটি' দ্বারা।

১৪শ পঙক্তির উচ্চারণঃ" হাযা-বাঁ-মারহাবা-ভিরদে যবা-নম+বরা-য়ে আহমাদুল্লা-হ গাউসুল আ'যম"।

১৪শ পঙক্তির ন্যায্য অনুবাদঃ" হযরত আহমদুল্লাহ গাউসুল আ'যম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)'র জন্য অনেক হাজার প্রসংসাবাদই হল,আমার মুখের ওযীফা বা নিত্যপাঠ"।

কিন্তু ১৪শ পঙক্তির অন্যায্য অনুবাদ (এপ্রিল ২০০৯ প্রথম প্রকাশিত ও জুন ২০১২ দ্বিতীয় প্রকাশিত "দিওয়ানে আযিযে"র অনুবাদক" মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান (সাবেক প্রতিষ্ঠাতা আহব্বায়ক ,বর্তমান সভাপতিঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা ও বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট) নেতাঃ" হাজারো স্বাগতম জানানো আমার মুখের ওযীফা।হযরত আহমদুল্লাহ গাউসুল আ'যমকে"।

উভয় অনুবাদের ন্যায্য-অন্যায্যতা সুত্রানুক্রমঃ

(১) 'মারহাবা' শব্দের অনুবাদ 'প্রসংসাবাদ না করে 'স্বাগতম' করা অন্যায্য।কার শুভাগমন কালে 'মারহাবা' বলা হলে, তখনই মাত্র এটির অর্থ 'স্বাগতম' নেওয়া যথার্থ হয় (আলমুনজেদ)।অন্যথায় অর্থ হবে প্রসংসাবাদ,মুবারকবাদ,ধন্যবাদ ইত্যাদি (ফি-রু-য়ুল লুগাত)। এতদসূত্রে গ্রন্থকার মহোদয় হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সময়সাময়িক নন বিধায় এখানে 'স্বাগতম' অর্থ নেওয়া অসম্ভব। তদ্রুপরি এখানে যে, 'প্রশংসাবাদ' ই অর্থ হবে তা শিরোনামস্থ 'দর মদহে' বা 'প্রসংসায়' কথাটি দৃষ্টেও সুস্পষ্ট।

(২)'বরা-য়ে'র অনুবাদ 'জন্য'র পরিবর্তে 'কে' করা ন্যায্য নয়।

(৩) অবিচ্ছেদ্য একটি বাক্যকে দু'বাক্যে বিভাজন করতঃ অর্থ বিকৃতির মনোবৃত্তিকে কি বলা যাবে?

(৪) ইমামে আহলে সুন্নাতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নিষ্ঠাবান সুন্নি কিংবা ক্বাদেরীর মুখের ওযীফা বা নিত্যপাঠ কি হওয়া উচিত তা বিচার্য তো হবেই।

১৫শ পঙক্তির উচ্চারণঃ " ব-কুত্ববে মাশরেক্বী মাশহু-রে আ'-লম+আযও পুর ফায়য গুদ আম্বরা-ফে 'আ-লম"।

১৫শ পঙক্তির ন্যায্য অনুবাদঃ" কুত্ববে মাশরেক্বী (পূর্বের অধিবাসী কুত্বব) উপনামে তিনি জগতপ্রসিদ্ধ,তাঁর (সমস্ত সৃষ্টিজগত ব্যাপী কুতুবিয়ত ও গাউসুল আ'যমিয়ত সত্বা) থেকে ফয়য-অনুগ্রহের দানে সৃষ্টি জগতের সমূহপ্রান্ত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে"।

কিন্তু ১৫শ পঙক্তির অন্যায্য অনুবাদ যা করেছে (এপ্রিল ২০০৯ প্রথম প্রকাশিত ও জুন ২০১২ দ্বিতীয় প্রকাশিত "দিওয়ানে আযিযে"র অনুবাদক" মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান (সাবেক প্রতিষ্ঠাতা আহব্বায়ক ,বর্তমান সভাপতিঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা ও বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট) নেতাঃ " " কুত্ববে (পূর্বাঞ্চলীয় কুত্বব হিসেবে) তিনি প্রসিদ্ধ,বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত তাঁর থেকে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়েছে"।

উভয় অনুবাদের ন্যায্যতা-অন্যায্যতা সুত্রানুক্রমঃ

(১) এখানে 'মাশরিক্ব; অর্থ 'পূর্ব' এবং মাশরিক্বী' (ইয়ায়ে নিসবাতি যোগ) 'পূর্বেঢ় অধিবাসী' অর্থ হওয়াই যথার্থ হয়;এটুকু একজন স্বল্প ভাষাজ্ঞানী মাত্রই অবগত। অতএব, 'পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহের' অর্থে সংকোচনাত্মক অনুবাদ কি অজ্ঞতা? না-কি স্বেচ্ছাচার বশতঃ সত্যের অপলাপ?

(২) 'পুর ফায়য শুদ' অর্থ ফয়য-অনুগ্রহের দানে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে; করাই তো যথার্থ।অতএব,এটির অনুবাদ

'কল্যাণপ্রাপ্ত হয়েছে' করাটা সংকোচনাত্মক নয় কি?
(৩) 'আম্বরা-ফে 'আ-লম'র মধ্যে 'আম্বরা-ফ' শব্দটি বহুবচন,যার অর্থ 'প্রান্তসমূহ' এবং 'আ-লম' বলতে সমগ্র সৃষ্টি জগতকেই তো বুঝায়,অতএব, এটির অনুবাদ 'সৃষ্টিজগতের সমূহ প্রান্ত'র পরিবর্তে 'বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত' করাটা অন্যায্য নয় কি? বিঃদ্রঃ পূর্বে ৯ম পঙক্তিতে " ফায়যইয়া-বে রওযাহ আশ জিন ও পরী ও আ-দ-মী' যা অর্থ রাওযাহ শরিফ থেকে জিন,পরী ও মানবজাতি ফয়য অনুগ্রহের দান লাভকারী হয় (বিধায় তিনি গাউসুল আ'যম;গাউসুস সাকলাঈন)।ফায়যইয়া-ব' শব্দটি 'ইসমে ফা"য়িল তারকিক-খী' বা যৌগিক কর্তৃবাচ্য বিশেষ্য বিধায় এটির অর্থ হবে ফয়য (অনুগ্রহের দান) লাভকারী।জিন,পরী ও মানবজাতি ফয়য-অনুগ্রহের দান লাভকারী হয় উক্তি মর্মে প্রতিভাত হয় যে, হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু,অবিকল হযরত গাউসুল আ'যম জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর মতো 'গাউসুস সাক্কালাঈন' হন।

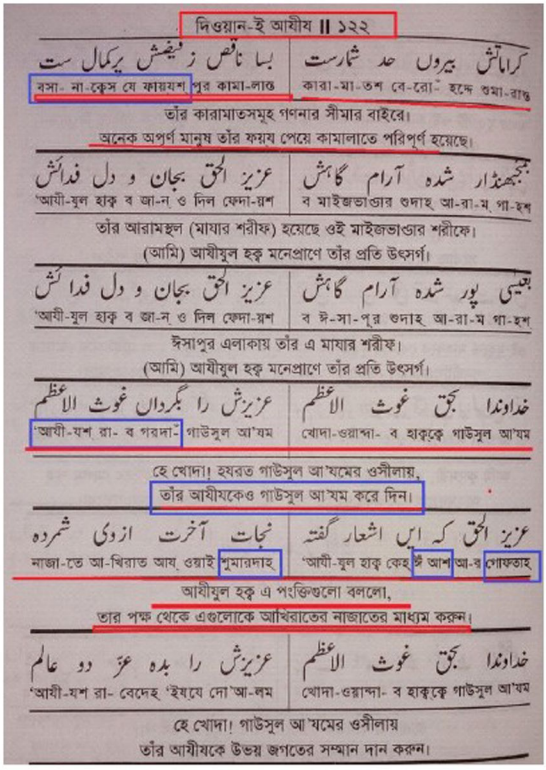

১৬শ পঙক্তি,১৯শ পঙক্তি ও ২০শ পঙক্তির উচ্চারণ,ন্যায্য ও অন্যায্য অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হলঃ
১৬শ পঙক্তির উচ্চারণঃ "কারা-মারা-তশ বে-বোঁ-হদ্দে গুমা-রাস্ত+বসা-না-ক্বেশ যে ফায়যশ পুর কা-মালাস্ত"।
১৬শ পঙক্তির ন্যায্য অনুবাদঃ " তাঁর কারামাতসমূহ গণনার সীমার বাইরে।অপূর্ণ অনেকেই তাঁর ফয়য-অনুগ্রহের দান দৌলতে সর্বাত্মক পরিপূর্ণ হয়েছে"।

কিন্তু ১৬শ পঙক্তির অন্যায্য অনুবাদ এপ্রিল ২০০৯ প্রথম প্রকাশিত ও জুন ২০১২ দ্বিতীয় প্রকাশিত "দিওয়ানে আযিযে"র অনুবাদক" মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান (সাবেক প্রতিষ্ঠাতা আহব্বায়ক ,বর্তমান সভাপতিঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা ও বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট) নেতাঃ "তাঁর কারামাতসমূহ গণনার সীমার বাইরে।অনেক অপূর্ণ মানুষ তাঁর ফয়য পেয়ে কামালাতে পরিপূর্ণ হয়েছে"।

উভয় অনুবাদের ন্যায্যতা-অন্যায্যতা সুত্রানুক্রমঃ

(১) 'বসা-না-ক্বেস' মর্মে অনুবাদিত 'অনেক অপূর্ণ মানুষ' অনুবাদ অন্যায্যই বটে।কারণ,হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু গাউসুস সাক্কালাঈন তাঁর ফয়য-অনুগ্রহের দান লাভে ধন্য হয়।যা ইতিপূর্বে ৯ম পঙক্তি মর্মেই প্রমাণিত।অতএব, এক্ষেত্রে 'মানুষ' মর্মে অনুবাদ অন্যায্যই (৯ম পঙক্তির উচ্চারণঃ" যী সবব উ-গাউসুল আ'যম দর বেলা-দে মাশরিক্বী ফায়যইয়া-বে রওযাহ আশ জিন ও পরী ও আ-দ-মী"।৯ম পঙক্তির ন্যায্য অনুবাদঃ" এ কারণেই তিনি (অনন্য দু'য়ের এক স্বতন্ত্র) গাউসুল আ'যম পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত তাঁর রাওযাহ শরিফ থেকে জিন,পরী ও মানবজাতি ফয়য অনুগ্রহের দান লাভকারী হয় {বিধায় তিনি গাউসুল আ'যম;গাউসুস সাকলাঈন।} বেলা-দে-মাশরিক্বী' অর্থ এখানকার ক্ষেত্রানুসারে পূর্বাঞ্চল হবে,যেমনটি- মাশরিক্বী পাকিস্থান বা পাকিস্থানের মাশরিক্বী'র অর্থ পূর্ব পাকিস্থান হয়ে থাকে।এছাড়া এই পঙক্তিতেই বর্ণিত ""দর মদহে কুত্ববে 'আ-লম,গাউসুল আযম সুলত্বা-নে পা-কিস্তা-ন ' যার অর্থ দিয়ে তিনি '" কুত্ববে আ'লম,গাউসুল আ'যম পাকিস্তান রাজাধিরাজ' উল্লেখ করেছেন।তথাপি 'পাকিস্থানের' মাশরিক্ব, তথা পূর্ব পাকিস্থান বা পূর্ব অঞ্চল কে উল্লেখ করতে সংক্ষেপে 'বেলাদে মাশরিক্বী' সহজেই অনুমেয়।কারণ এটির সম্পৃক্ততা ব্যাক্তিসত্বা বিলীন কেবলমাত্র স্থানের সাথে হয়ে থাকলে এমন অর্থই বিধেয়। হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভান্ডারি রাদ্বিয়ালাল্লাহ আনহু'কে পূর্বাঞ্চলের জন্য সীমাবদ্ধ গাউসুল আ'যম বুঝানোর জন্য অপচেষ্টামূলক অনুবাদ যে, বাতিল হিসেবেই পরিগণীত,তা ইতি পূর্বাপর একাধিক 'ক্বারিনাহ' বা দলিলসূত্রের ভিত্তিতেই সুপ্রমাণিত।

যেমন-প্রথমতঃ"কুত্ববে আলম,গাউসুল আ'যম,পদবী-অভিধাই প্রমাণ করে,তিনি সমগ্র সৃষ্টির জন্যই গাউসুল আ'যম।দ্বিতীয়তঃ হযরত আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে সম্পৃক্ত উম্মতগণের আলোকবর্তিকা হওয়া সূত্রেও প্রমাণিত,তিনি সমগ্রজগত ব্যাপী গাউসুল আ'যম।

তৃতীয়তঃ সৃষ্টিহজগতের সমূহ প্রান্ত তাঁর ফয়য অনুগ্রহের দানে পরিপূর্ণ বলে উক্তিই প্রমাণ,করে তিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্যই গাউসুল আ'যম।এখানে 'দর বেলা-দে মাশরিক্বী' বাক্যাংশটি তাঁর রাওযাহ'র অবস্থান নির্দেশ করণাত্মক এবং এ বাক্যাংশের সাথে বিদ্যমান।কেননা, করণে পূর্বোক্ত 'যী সব্ব উ গাউসুল আ'যম 'অর্থাৎ, এ কারণেই তিনি (স্বতন্ত্র) গাউসুল আ'যম কথাটি পরিপূর্ণ বাক্যই বটে।ফায়যইয়া-ব' শব্দটি 'ইসমে ফা"য়িল তারকিক-খী' বা যৌগিক কর্তৃবাচ্য বিশেষ্য বিধায় এটির অর্থ হবে ফয়য (অনুগ্রহের দান) লাভকারী। অতএব, এটির অনুবাদ 'কল্যাণপ্রাপ্ত হয়' করাটা অন্যায্য।জিন,পরী ও মানবজাতি ফয়য-অনুগ্রহের দান লাভকারী হয় উক্তি মর্মে প্রতিভাত হয় যে, হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু,অবিকল হযরত গাউসুল আ'যম জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর মতো 'গাউসুস সাক্কালাঈন' হন।এ মর্মে কেবল 'মানুষ' মর্মে অনুবাদ অন্যায্যই)

১৯শ পঙক্তির উচ্চারণঃ" খোদা-ওয়ান্দা ব হাক্কে গাউসুল আ'যম+আযী-বশরা-ব গরদাঁ গাউসুল আ'যম"।

১৯শ পঙক্তির ন্যায্য অনুবাদঃ" হে খোদা! হযরত গাউসুল আ'যমের (রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু) ওসীলায়,তাঁর আযীযকে গাউসুল আ;যমে বিলীন করে দিন"।

কিন্তু ১৯শ পঙক্তির অন্যায্য অনুবাদ যা করেছে এপ্রিল ২০০৯ প্রথম প্রকাশিত ও জুন ২০১২ দ্বিতীয়

প্রকাশিত "দিওয়ানে আযিযে"র অনুবাদক" মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান (সাবেক প্রতিষ্ঠাতা আহব্বায়ক ,বর্তমান সভাপতিঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা ও বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট) নেতাঃ " হে খোদা! হযরত গাউসুল আ'যমের ওসীলায়,তাঁর আযীযকেও গাউসুল আ'যম করে দিন"।

উভয় অনুবাদের ন্যায্যতা-অন্যায্যতা সুত্রানুক্রমঃ

(১) 'আযী-যশরা'র অনুবাদ 'তাঁর আযীযকেও' করাটা অন্যায্য;কেননা, তাম্মধ্যকার 'ও'টা সম্পূর্ণ মনগড়া।

(২) 'বগরদাঁ-র' অনুবাদ 'করে দিন' করাটা অন্যায্য; কেননা, শব্দটির ক্রিয়ামূল 'গরদা- নী-ম্ম'র আভিধানিক অর্থ হল-জড়ানো,ফিরানো (কিশোওয়ারী)।তাছাড়া, ভাবার্থেও 'গাউসুল আ'যম' করে দিন' মর্মীয় অনুবাদ অসম্ভবই।কারণ ইতিপূর্বে 'দুটি সম্মানি তাজ মর্মে নির্দিষ্টিত' { ৮ম পংক্তিতে উল্লেখঃতা-জে দো'- অর্থাৎ দু'টি তাজ বা মুকুট মর্মে ক্ষমতা ও মর্যাদায় বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বের সমাআধিকারী দু'ভাব ধারার স্বতন্ত্র এইকই মর্তবার দুই গাউসুল আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার অনন্য বেলায়ত বৈশিষ্ঠ্য প্রতিভাত হয়।যা হযরত গাউসুল আ'যমদ্বয়ের প্রথমজন ইঙ্গিতে এবং দ্বিতীয়জন খোলাখুলিই ঘোষণা করেন।যথা-প্রথমজনের ইরশাদ সূত্রে নিজ সমকক্ষ একজন সাথীর কথা) এমন বৈশিষ্ঠ্য সহকারে উল্লেখ করেন,যাতে নিজের এবং হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর উক্তরূপ অনন্য বেলায়ত বৈশিষ্ঠ্য প্রতিভাত হয় (বাহজাতুল আসয়ার-৫৫ পৃষ্ঠা,বাইরুত বিবৃতি মর্মে)।আর অনন্য অপর গাউসুল আ'যমের ইরশাদ হচ্ছে,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার হস্ত মুবারকে দু'টি 'তাজ' ছিল একটি তাজ আমার মাথায় পড়িয়ে দেন,অপরটি, আমার ভাই পিরানে পীর শায়খ আব্দুল ক্বাদের জিলানী সাহেবের মাথায় পড়ানো হয় (জীবনি ও কেয়ামত গ্রন্থ ,বেলায়তে মোতালাকা সহ বহুল তথা সুত্র বর্ণিত)।অতএব, অনুবাদের ক্ষেত্রেও সে অনন্য স্বতন্ত্রের স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটানোই যথার্থ।}।

পক্ষান্তরে, বেলায়তে মোতালাকা গ্রন্থের অনুরূপ যা ইমাম শেরে বাংলা রহঃ এর জীবদ্দশায় অনুদিত ভাবার্থে 'গাউসুল আ'যমে বিলীন করে দিন' অনুবাদই এখানে যথার্থ হবে;কেননা,এতে একদিকে যমেওন আভিধানিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ,তেমনি উক্ত গ্রন্থের উদ্দেশ্য প্রদত্ত অভিমতের ভিত্তিতে গ্রন্থকার মহোদয় কর্তৃক স্বীকৃত বটে।

২০ পঙক্তির উচ্চারণঃ"আযী-যুল হাক্ব কেহ্ (ঈ)আশ'আ-র গোফতাহ+নাজা-তে আ-খিরাত আয ওয়াই গুমারদাহ"।

২০ পঙক্তির ন্যায্য অনুবাদঃ" আযীযুল হক্ব কর্তৃক বর্ণিত ও পঙক্তিগুলো যেন,তার (আযীযুল হক্বের) পরকালের মুক্তির কারণ পরিগণিত হয়"।

কিন্তু ২০ পঙক্তির অন্যায্য অনুবাদ যা করেছে এপ্রিল ২০০৯ প্রথম প্রকাশিত ও জুন ২০১২ দ্বিতীয় প্রকাশিত "দিওয়ানে আযিযে"র অনুবাদক" মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান (সাবেক প্রতিষ্ঠাতা আহব্বায়ক ,বর্তমান সভাপতিঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা ও বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট) নেতাঃ আযীযুল হক্ব এ পংক্তিগুলো বললো,তার পক্ষ থেকে এগুলাকো আখিরাতের নাজাতের মাধ্যম করুন"।

উভয় অনুবাদের ন্যায্যতা-অন্যায্যতা সুত্রানুক্রমঃ

(১) 'গোফতাহ' এবং 'শুমারদাহ' শব্দ দু'টি ইসমে মাফউ-ল বা কর্মবাচক বিশেষ্য বিধায় অর্থ হবে- যথাক্রমেঃ 'বর্ণিত' এবং 'পরিগণিত'। অথচ ওই অনুবাদক সাহেব কর্তৃক অনুবাদিত যথাক্রমে 'বললো' এবং 'মাধ্যম করুন' অনুবাদ হয়ে দাড়ালোঃ যথাক্রমে 'ফে'লে মা-যী' বা অতীতকালবাচক ক্রিয়া এবং 'আমার' বা আদেশসূচক ক্রিয়াই যথেষ্টঃ যা অন্যায্যই তো বটেই।

(২) 'ঈ আশ' আ-র'র অনুবাদ 'এ পঙক্তিগুলো' করা সত্ত্বেও 'এ গুলোকে' মর্মীয় দ্বিরুক্তি কিংবা মনগড়া উক্তির কোন মানে হয় না!

(৩) হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুর প্রসংসা তুলে ধরাকে ইমামে আহলে সুন্নাত গাজীয়ে দ্বীনো মিল্লাত শেরে বাংলা রাহিমাহুল্লাহ আখিরাতের নাজারের ওসীলাহ বলেই বিশ্বাস করতেন। তাঁর এহেন বিশ্বাসের সুফল পাওয়ার সম্ভাবনাও অমূলক নয়।কারণ,মাইজভাণ্ডারী ত্বরীক্বার অনুসারী অনেকেরই লাশ দাফনের বহুকাল পরও কবরে অবিকৃত অবস্থায় আবিষ্কৃত হওয়ার অনেক ঘটনাই এ জনপদের অসংখ্যা লোকের জানা;যা পরকালে মুক্তির এক জ্বলন্ত নিদর্শন।ইমাম আহলে সুন্নাত এর জীবনি গ্রন্থ-রচনায়ঃ ডাঃ সৈয়দ সফিউল আলম,প্রথম প্রকাশঃঅক্টোবর ১৯৯৬ ইংরেজি,১৩৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে-" আল্লামা গাজী শেরে বাংলা রাহিমাহুল্লাহ এর সর্বাধিক সংস্পর্শপ্রাপ্ত মাওলানা মিয়া তলোয়ার বাংলা সাহেব এই ঘটনা বর্ণনা করেন।তিনি বলেন,হযরত শেরে বাংলা রাহিমাহুল্লাহ একবার ওয়াজ মাহফিল উপলক্ষে ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত নানুপুর গ্রামে আগমন করেছিলেন।মাহফিল শেষে তিনি গাড়িতে করে বাড়ী অভিমুখে ফিরছিলেন।আমি অধম হুজুরের সফরসঙ্গী হিসাবে গাড়িতে ছিলাম,গাড়ি যখন ফটিকছড়ি রোড ধরে 'মাইজভান্ডার দরবার শরিফ' অতিক্রম করে অগ্রসর হচ্ছিল;হঠাৎ ঘটনাক্রমে আমরা পিছনে তাকিয়ে দেখতে পেলাম একটি উজ্জ্বল আলোকরশ্মি আমাদের গাড়িকে অনুসরণ করছে।।এরুপ তেজোদীপ্ত আলোকচ্ছটা দর্শন করে আমরা সকলে ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম।হুজুরকে তাঁর রহস্য ও হাকীকত জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর করলেন,এটা গাউসুল আ'যম হযরত কেবলা রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুর পক্ষ থেকে আমি অধমের প্রতি বিশেষ নজর করম ও রহমত। যা সর্বদা আমাকে আবেষ্টন করে ও বিপদমুক্ত রাখে'।নাজিরহাট পৌঁছা অবধি আমরা এই আলোকরশ্মি প্রত্যক্ষ করেছিলাম।অতঃপর এই আলোকচ্ছটা অদৃশ্য হয়ে যায়"।ঘটনা প্রবাহে উক্ত তেজদীপ্ত আলোকচ্ছটা কিছু সময়ের জন্য দৃশ্যমান হয়ে অদৃশ্য হলেও,সে অদৃশ্য শক্তিই যে,ইমামে আহলে সুন্নাত গাজীয়ে দ্বীনো মিল্লাত শেরে বাংলা রাহিমাহুল্লাহ'র অবিস্মরণীয় সাফল্যের অন্তরালে সার্বক্ষণিকের মূল উৎস,তা এখানে সুস্পষ্ট।উক্ত জীবনি গ্রন্থের ১২২-১২৩ পৃষ্ঠা ব্যাপী-'আউলিয়ায়ে কেরাম-এর রুহানী কনফারেন্স' শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখ আছে (সংক্ষেপে দিলাম)-" হযরত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা রাহিমাহুল্লাহ এর শহরের কাজীর দেওড়ীস্থ বাসভবনে একাদিক্রমে প্রায় ত্রিশ বছর অবস্থান করেন।অতঃপর তিনি তাঁর সন্নিকটস্থ জামালখাঁন লেইন বাসভবনে পরবর্তী পাঁচ বছর কাটান।এই দুই বাসভবনে অবস্থানকালীন তাঁর মহান আধ্যাত্মিক জীবনের অন্যতম রহস্য ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে আউলিয়ায়ে কিরাম এর রুহানী কনফারেন্সের আয়োজন।প্রতি বুধবার দিবাগত রাত্রে আউলিয়ায়ে কিরামের এই মহান আধ্যাত্মিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হত। এই নুরানী কনফারেন্সে দুনিয়া থেকে বেছাল প্রাপ্ত সকল আউলিয়া কিরামের রুহ হাজির হতেন এবং বিভিন্ন জটিল বিষয়ে তাদের সাথে সরাসরি কথোপকথন হত।প্রতি বুধবার রাত্রি এগারটার পর এই নূরানী কনফারেন্স অনুষ্টিত হত এবং গভীর রাত পর্যন্ত এই কনফারেন্স বিরতিহীনভাবে চলত।এই সম্মেলনে হুজুরের অনেক মুরিদান ও বহু ভক্ত বৃন্দ উপস্থিত থাকতেন।"দিওয়ানে আযিয" থেকে নির্ধারিত আউলিয়ায়ে কিরামের শানে কছিদা পাঠ করা হত। যার শানে কছিদা পাঠ করা হত।তিনিই রুহানিভাবে হাজির হতেন।প্রায় প্রতিটি কনফারেন্সে ছদারত করতেন গাউসুল আ'যম মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু সহ অনেক আউলিয়ায়ে কেরাম গণ উপস্থিত হতেন।তাছাড়া কোন কোন সময় বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ রাহমাতুল্লিল আলামীন পেয়ারা রাসুল সাল্লাল্লাহে আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরিফ আনতেন।তখন পরিবেশ খুবই জালালিয়তময় ও নিস্তব্ধ থাকত।মেশকে আম্বরের সুঘ্রাণে পরিবেশ সুগন্ধময় হতে উঠত"।

এছাড়া উক্ত জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ-আল্লামা গাজী শেরে বাংলা রাহিমাহুল্লাহ প্রায়শ বলছেন," মাইজভাণ্ডার শরিফ গেলে অলী হওয়া যায়"।পক্ষান্তরে,যারা শানে হযরত গাউসুল আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুর গাউসে

আযমিয়ত কে বিকৃত করে ভুলে ধরার অপচেষ্টায় লিপ্ত তাঁরা নিজেদেরই সর্বনাশ ডেকে আনছে মাত্র।
(সমাপ্ত)

তরিকা নিয়ে কিছু কথাঃ (তরিকায়ে মাইজভাণ্ডারী প্রসঙ্গ)

মূল তরিকা চারটি মর্মে একটি ভুল তত্ত্বীয় প্রয়োগ আমাদের মধ্যে অনেকের তরিকতের লেখনিতে চালু আছে। কিন্তু এই শব্দগুলো পরিহার করা উচিত। সংকীর্ণ ধ্যান ধারণা হতে এই শব্দগুলো উৎসারিত ।
কাদেরিয়া,চিশতিয়া,নক্সাবন্দিয়া,মুজাদ্দেদিয়া এই চারটি তরিকা মূলত ভারতীয় উপমহাদেশে প্রধান এবং জনপ্রিয় তরিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে,আরব এবং মাগরিবে (পশ্চিমে) এই চারটি তরিকার সিলসিলার বাইরে আরো অনেক তরিকা প্রধান এবং জনপ্রিয় তরিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার ভিতরে শাজলিয়া এবং রেফায়ীয়া তরিকা উল্লেখযোগ্য ও সর্বজন জ্ঞাত।
মূল তরিকা চারটি এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেক বিজ্ঞজনও মাইজভাণ্ডারী তরিকার স্বাতন্ত্র্য কে সঠিক মূল্যয়নে অসমর্থ হয়েছে।তরীকার ইতিহাস বিশ্লেষনে আমরা দেখতে পাই,'জুনাঈদিয়া' তরিকার মুরিদ এবং খলিফা হিসেবে গাউসুল আ'যম জিলানি কঃ 'কাদেরিয়া' তরিকা গঠন করেন।উক্ত তরিকার সিলসিলার ধারা প্রথমত ছিল সকতী এবং এই স্বতন্ত্র তরিকা সকতী থেকে থেকে স্বতন্ত্র জুনাঈদিয়া তরিকা হয়েছিল এরপর বড় পির স্বতন্ত্র 'কাদেরিয়া' গঠন করেন।তদ্রুপ মাইজভাণ্ডারী তরিকা 'কাদেরিয়া' তরিকার সিলসিলার ধারাবাহিকতা থেকে উদ্ভুত।নিজস্ব দর্শনগত অবদান এবং জনমনে এর প্রচারের গুরুত্ব বিবেচনায় 'মাইজভাণ্ডারী' তরিকা তৎকালীন (তরীকাটি গঠনলগ্ন) থেকেই স্বতন্ত্র তরিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত যখন এটি গঠন হয়েছে।ইসলামের অনেক তরিকা একই প্রক্রিয়ায় স্বতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।যেমন সকতীয়া থেকে জুনাঈদিয়া,জুনাঈদিয়া থেকে কাদেরিয়া,কাদেরিয়া থেকে মাইজভাণ্ডারীয়া,গুজদুয়ানি থেকে নক্সাবন্দিয়া,নক্সাবন্দিয়া থেক মুজাদ্দেদিয়া ইত্যাদি
নকশাবন্দীয়ার তরিকার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই তরিকতের খাজেগান এর শায়খ হযরত আব্দুল খালেক গুজাদুয়ানি রাঃ এর 'অষ্ঠ পদ্ধতি' এর সাথে আরো তিনটি পদ্ধতি সংযোজনের মাধ্যমেই খাজা বাহাউদ্দিন নকশাবন্দী রাঃ তরিকায়ে নকশাবন্দিয়া গঠন করেন।আবার একই তরিকা থেকে ইমাম আলফেসানি রাঃ 'মুজাদ্দেদিয়া' তরিকা গঠন করেন।আমরা যদি তরিকা শব্দটিকে দর্শনগত দিক থেকে বিবেচনা করি তা হলে 'মাইজভাণ্ডারীয়া' তরিকা কে 'কাদেরিয়া' তরিকার শাখা বলার সুযোগ নেই।কারণ এই অর্থে কাদেরিয়া মাইজভাণ্ডারীয়া শব্দের প্রয়োগ সঠিক হবে না।তবে সিলসিলার পরিচয়ে যে অর্থে কাদেরিয়া তরিকা কে 'জুনাঈদিয়া-কাদেরিয়া' বলা যায় একই অর্থে 'কাদেরিয়া-মাইজভাণ্ডারীয়া' বলা যায় তবে শাখা নয়।
সুফিবাদের বিকাশ ধারায় অসংখ্য তরিকার উদ্ভব হয়েছে।এ ধারাবাহিকতায় মাইজভাণ্ডারী তরিকা স্বকীয় বৈশিষ্ঠ্যে স্বতন্ত্র তরিকা।ধারাবাহিকতায় উধর্ধতন শায়খগণের তরিকার পর উদ্ভাবিত বলে এটাকে শাখা বলার নূন্যতম অবকাশও নেই।হুজুর গাউসুল আ'যম জিলানী কঃ এর শায়খ পরম্পরায় ৫ম উর্ধতন শায়খ সৈয়্যেদুত ত্বায়িফাহ আবুল কাসিম জুনায়িদ বাগদাদী রাঃ,৬ষ্ঠ উর্ধতন শায়খ সৈয়দ সাররী বিন মুগাল্লিস আসসাকতী রাঃ,অন্যধারায় হযরত আবু আব্দিল্লাহ আল হাসরিস বিন আসমুহসিবী রাঃ,৭ম খাজা আবু মাহফুয মা'রুফ বিন ফীরুয আসকারখী রাঃ,৯ম (মারুফ কারখী রাঃ সিলসিলার অন্য ধারাবাহিকতায়) হযরত খাজা হাবীব আজমী রাঃ রয়েছেন; তাঁদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র তরিকা রয়েছে। [সুত্রঃকাশফুল মাহজুব।কৃতঃ দাতাগঞ্জে

বখশ লাহোরী রাঃ]।শায়খ আব্দুর রহমান চিশতি রাঃ ও 'আঈনায়ে বারী' কৃতঃ আবুল বারাকাত আব্দুল গণি কাঞ্চনপুরী রাঃ শায়খ পরম্পরায় গাউসুল আ'যম শায়খ সৈয়দ আব্দুল কাদেরি জিলানি কঃ রয়েছে বলে শাখা অর্থে 'কাদেরিয়া-মাইজভাণ্ডারীয়া" তরীকা বলা হলে'কাদেরিয়া' তরিকাকেও 'হাবিবিয়াহ'।

'কারখিয়া','সাকতীয়াহ',মুহাসিবীয়াহ,জুনাঈদিয়া কাদেরিয়া বলার অনিবার্যতা এসে পড়ে।আমরা উম্মাতনে মুহাম্মদী মিল্লাতে ইব্রাহীমি পরিচিত ধারণ করলেও শরিয়ত কিন্তু শরিয়তে মুহাম্মদি। অনুরুপ সিলসিলা গত পরিচিতে 'কাদেরিয়া' তরীকা 'জুনাঈদিয়া-কাদেরিয়া' এবং 'মাইজভাণ্ডারী' তরীকা 'কাদেরিয়া-মাইজভান্ডারিয়া' পরিচয় বহন করলেও উভয়টি স্বতন্ত্র তরীকাই বটে।

উল্লেখ্য যে, মূল তরীকা চারটি মর্মীয় তথ্যের ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি নেই। পক্ষানত্রে এধরণের বক্তব্ অনেকাংশে তাসাউফ ইতিহাসের বিকৃতির পর্যায়ে পড়ে।,দুঃখজনক হলেও সত্য যে,একাদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদও 'কাদেরিয়া' তরিকাকে মূল তরীকা হিসেবে মানতে পারে নি অনেক।হিজরী ১০৪৫-১০৬৫ সনের মধ্যে রচিত 'মিরাতুল আসরার' গ্রন্থে বিবৃত চৌদ্দটি মূল তরিকার তালিকায় 'কাদেরিয়া' তরিকার নাম উল্লেখ কনেই বরং বারটি শাখা তরিকায় স্থান পেয়েছে।

তরিকার ইমামগণ তরীকা সম্পর্কে লিখে যাওয়া তরিকার স্বাতন্ত্র্যের জন্য কোন আবশ্যকীয় নয়। তরিকার দীক্ষা সিনা থেকে সিনায় সংরক্ষিত।'হাবীবিয়াহ বা আজমিয়াহ' তরিকার প্রবর্তক হযরত খাজা হাবীব আজমী রাঃ তরীকা সম্পর্কে কিছু লিখে গিয়েছেন বলে জানা নেই।এমনিভাবে অনেক ইমামুত তরিকত রয়েছেন,যাদের লিখনি আছে মর্মে ইতিহাসে প্রমাণ মিলে না।অতএব,গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী কঃ কিছু লিখে যাননি বলে মাইজভাণ্ডারী তরিকাকে অস্বীকারের অবকাশ নেই।মাইজভান্ডারি তরীকা আজ তাসাউফপন্থী লক্ষকোটি জনতার বিশ্বাসে নিঃশ্বাসে লালিতপালিত। ইমাম আহলে সুন্নাতের ভাষায় দেখে পাই [১৩শ পঙক্তির উচ্চারণঃ " ক্বা-দেরী-য়ম না'রায়ে আঁ-গাউসুল আ'যম মী-যনম+ দম যে শা-হে আহমদুল্লা-হ্ কুত্ববে 'আ-লম মী-যনম"। ১৩শ পঙক্তির অনুবাদঃ " আমি ক্বাদেরী ,ওই গাউসুল আ'যমের স্লোগানই দিচ্ছি,কুত্ববে আলম শাহ আহমদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কথা আমি বলছি"।প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, ক্বাদেরী ত্বরীক্বার নিষ্ঠাবান অনুসারীদের জন্য এখানে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।কেননা ইমামে আহলে সুন্নাত গাজীয়ে দ্বীনো মিল্লাত শেরে বাংলা রাহিমাহুল্লাহ এখানে এটাই তো বললেন,' আমি ক্বাদেরী হওয়া সত্ত্বেও ওই গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর স্লোগান ই দিচ্ছি' এ মর্ম বাণীকে তিনি আরো স্পষ্ট করে দিলেন, কুত্ববে আলম শাহ আহমদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র কথাই আমি বলছি 'উক্তিটি' দ্বারা।][১৪শ পঙক্তির উচ্চারণঃ" হাযা-বাঁ-মারহাবা-ভিরদে যবা-নম+বরা-য়ে আহমাদুল্লা-হ গাউসুল আ'যম"।

১৪শ পঙক্তির অনুবাদঃ" হযরত আহমদুল্লাহ গাউসুল আ'যম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)'র জন্য অনেক হাজার প্রসংসাবাদই হল,আমার মুখের ওযীফা বা নিত্যপাঠ"।] ইমামে আহলে সুন্নাতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নিষ্ঠাবান সুন্নি কিংবা ক্বাদেরীর মুখের ওযীফা বা নিত্যপাঠ কি হওয়া উচিত তা বিচার্য তো হবেই।] {সমাপ্ত}